সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আক্‌তারী মমতাজ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মসিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– আহ্বায়ক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সচিব, বাংলা একাডেমি	– সদস্য
মোঃ মনজুরুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– সদস্য
মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব, (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– সদস্য
জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	– সদস্য
রাখী রায়, আঞ্চলিক পরিচালক (চঃ দাঃ), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	– সদস্য
মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– সদস্য
ছানিয়া আক্তার, সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ : রাখী রায়, আঞ্চলিক পরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

© ২০১৬ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বাংলার আবহমান ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারণ, লালন, সংরক্ষণ ও বিকাশে নিয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। প্রতি বছরের মতো এবারও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থেকে প্রকাশিতব্য এ পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।

সংস্কৃতিতেই জাতির ইতিহাস ও পরিচিতির প্রতিফলন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যসুবাসিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে একটি অসাম্প্রদায়িক ঋদ্ধবাংলাদেশ গঠনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭টি দপ্তর-সংস্থার মাধ্যমে কর্মনিবেদিত।

সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন, তা এখন বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দিন বদলের সনদ মেনে আমরা এখন মিলিত প্রয়াসে এ দেশটিকে গড়ে তোলার শ্রমনিবিড় চেষ্টায় নিয়োজিত।

জয় হোক সংস্কৃতির।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা হয়ে থাকে। তা যেমন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বহিঃপ্রকাশ তেমনি একটি স্বীকৃতিও বটে। সেই অনুধাবন থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর যে সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তা সন্দেহাতীতভাবে আমার কাছে এবং একইসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের জন্য আনন্দবাহী সংবাদ।

দেশের সহস্রাব্দ প্রাচীন ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণপূর্বক যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে বসবাসকারী সকল ধর্ম,বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিত্র্যময় আচার অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের একইসূত্রে গ্রথিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবিকবোধসম্পন্ন জ্ঞানদীপ্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে এ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এ অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা আগামীতেও বহমান থাকবে, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নন্দিত এ প্রয়াস যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে। এ আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আক্তারী মমতাজ

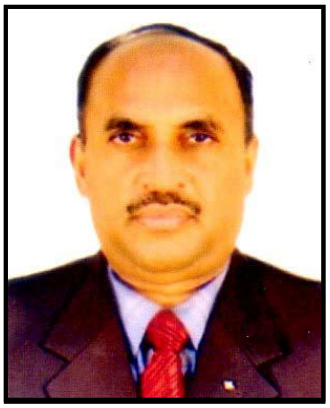

মুখবন্ধ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ। সংস্কৃতি, সময় ও নদীর স্রোতের মতো বহমান ধারা, যা সমাজের গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনচেতনা, আচার অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, বিশ্বাসসহ সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভাস্বর।

বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হাজার বছরের প্রাচীন। এদেশের সবুজ-শ্যামল মায়াময় পরিবেশ, সুফলা ভূমি, সম্পদের প্রাচুর্য, মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যথাযথ বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। অপসংস্কৃতি রোধ, মেধা ও মননশীলতার চর্চা, পাঠক ও পাঠাভ্যাস তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, লোকজ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ, মানবিকবোধসম্পন্ন মুক্ত চিন্তার মানুষ তৈরির মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপন, দেশব্যাপী বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ পালন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান, অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় পৌঁছে দিতে বর্তমানে পৃথিবীর ৩৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সরকারের বিগত সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, স্পেন, কুয়েত, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশ সফর করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, চীনসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশের সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশ সফর করেছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর বিশ্লেষণধর্মী সচিত্র তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারবে বলে আশা রাখছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মসিউর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

০১. ভূমিকা ০৭

০২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি ০৭

০৩. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যাবলি ০৯

০৪. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ ১২

০৫. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম ১৩

(১) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৮

(২) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২১

(৩) আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২৩

(৪) কপিরাইট অফিস ২৬

(৫) বাংলা একাডেমি ২৮

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৩০

(৭) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৩৫

(৮) নজরুল ইন্সটিটিউট ৩৯

(৯) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা ৪১

(১০) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন ৪৩

(১১) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি ৪৫

(১২) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙামাটি ৪৭

(১৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান ৫০

(১৪) কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৫২

(১৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি ৫৪

(১৬) রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী ৫৫

(১৭) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার ৫৯

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় এ দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও ক্রীড়া বিভাগ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ের নাম ধারণ করে। ১৯৭৯ সালে এর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তরকে যোগ করা হয়। পরবর্তী বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পৃথক করা হয়। আরও পুনর্বিন্যাসের পর ২৪ মে ১৯৮৮ তারিখ শুধু সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মসূচি পালনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সমকালীন সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রত্নঐতিহ্য সংরক্ষণ, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, শুদ্ধ সংগীত চর্চা, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের ব্যাপক প্রসার, ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন, গণগ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রণোদনা যোগানো ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুস্থসংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্যও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প (Vision)

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি

অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন
২. বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন
৩. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা জোরদারকরণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি (Function)

১. দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন/পরিমার্জন ও প্রয়োগ।

২. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও উন্নয়ন।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।

৪. সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ।

৫. সরকারি ও বেসরকারি পাঠাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

৬. ভাষা, শিক্ষা-সাহিত্য এবং ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা।

৭. জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন।

৮. বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহ

- **মাতৃভাষাসহ দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়ন :** বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস সমুন্নত রাখার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যথা– সংগীত,নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ইত্যাদি লালন, বিকাশ সাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসবের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এ খাততে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখা :** দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রকাশ, প্রত্নস্থলে নতুন জাদুঘর স্থাপন, জাতীয় এবং আঞ্চলিক ও বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর সম্প্রসারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিবন্ধীকরণ এবং ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এ সকল কার্যক্রম প্রদর্শন ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্যাবলি প্রকাশ করে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা :** গ্রন্থের সরবরাহ বাড়িয়ে ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের পাঠাভ্যাস ও শিক্ষা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারসমূহকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও আধুনিক ও মানসম্মত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং ই-বুক এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও রেফারেন্স লাইব্রেরি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা

(১) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

(২) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

(৩) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

(৪) কপিরাইট অফিস

(৫) বাংলা একাডেমি

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

(৭) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

(৮) নজরুল ইন্সটিটিউট

(৯) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

(১০) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

(১১) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি

(১২) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙামাটি

(১৩) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান

(১৪) কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

(১৫) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি

(১৬) রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

(১৭) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

- জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন সুধীকে 'একুশে পদক ২০১৫' প্রদান করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন করা হয়।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

- ৮ মে ২০১৫ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। এছাড়া ঢাকাসহ রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর পতিসর ও খুলনার দক্ষিণডিহিতে এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা প্রদান করছেন

২৫ মে, ২০১৫ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। নজরুল স্মৃতি বিজড়িত কুমিল্লায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। এছাড়া ঢাকাসহ নজরুল স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল, চট্টগ্রামে এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

কুমিল্লায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উদ্বোধক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উদ্‌যাপন করা হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্ষবরণ ও বিদায়, বসন্ত উৎসব, বর্ষাবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
১৫ আগস্ট ২০১৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

- ১৭ মার্চ ২০১৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফরকালে গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ইরানে অনুষ্ঠিত ২৮তম তেহরান আন্তর্জাতিক বইমেলায় মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে তেহরানে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ২০১৫-২০১৮ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়।

- ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে ৬ জুন ২০১৫ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৫-১৭ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান এবং রাশিয়া ফেডারেশন থেকে সাংস্কৃতিক দল ও প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে।

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হতে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কম্বোডিয়া, ভূটান, নেদারল্যান্ডস, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, জার্মানি, মিশরসহ ২৩টি দেশে মোট ৪০টি সাংস্কৃতিক দল/প্রতিনিধিদল সফর করেছে।

- বেসরকারি পাঠাগার অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত ২.২৭ (দুই কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা ১০২৫টি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% বই ও বাকি ৫০% ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

  চারুশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি খাত হতে ৪.৮৬১৫ (চার কোটি ছিয়াশি লক্ষ পনেরো হাজার) কোটি টাকা দেশের ১১৭৪ টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

  প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা খাত হতে ৪.০৫৫৮ (চার কোটি পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার) কোটি টাকা বিভিন্ন জেলার মোট ২৬৭৮ জন সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

উন্নয়ন কার্যক্রম

চলমান বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন গতিধারার সংগে সংগতি রেখে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, অবকাঠামো সৃষ্টি জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৮১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৫.০৮%। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভৌত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক 'হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় মরমী শিল্পী হাছন রাজার গান চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে। কুমারখালীতে সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলা একাডেমির স্টাফ কোয়ার্টাস নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার উত্তরায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দুটি আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনটি বিভাগীয় জেলাসহ মোট আটটি জেলায় নতুন করে শিল্পকলা একাডেমির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ কাজে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়তা প্রদান করছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি'র সহায়তায় 'সাউথ এশিয়ান টুরিজমইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ পোরশন)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বিহার, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়, দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সাইটসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উক্ত এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিকাশ ও বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় ৪৩টি কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫২ কোটি টাকা। কর্মসূচিসমূহের আওতায় সারা দেশ থেকে লোক সংস্কৃতির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী বিষয়ে গ্রন্থমালা, সাহিত্য ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থ, গবেষণামূলক গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। ফোকলোর সংগ্রহমালা সিরিজ ৬০টি রচিত হয়েছে। 'বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান প্রণয়ন' কর্মসূচির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। অভিধানটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ১ম খণ্ড প্রকাশ হয়েছে। বাংলা একাডেমির পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হচ্ছে। শিল্পকলা উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংস্কৃতির ভৌত সুবিধা সন্নিবেশকরণ, গার্লস স্কুলে হারমোনিয়াম ও বায়া তবলা সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতির সাথে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংগে মেলবন্ধনের নিমিত্ত আর্কাইভ স্থাপন, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ও সাংস্কৃতিক উৎসব করা হয়েছে।

পাঠসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং নির্বাচিত পুস্তকসমূহ ই বুকে রূপান্তর করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জাদুঘর উন্নয়ন করার জন্য গ্যালারিসমূহের আধুনিকায়ন ও সংস্কার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, জাতীয় গ্রন্থাগারের সংস্কার কাজ চলছে। জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কপিরাইট ও কপিরাইট আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে দেশব্যাপী কর্মশালা করা হচ্ছে। রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, হস্তশিল্পী মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব, নাট্য উৎসব, গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি খাতে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চা কেন্দ্রে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ব্যয়ের বিবরণ :

ক্রমিক	প্রকল্প	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ; জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্তি : জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় : জিওবি (প্রকল্প সাহায্য)	মন্তব্য
১।	সাউথ এশিয়ান টুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট মেয়াদ : জানুয়ারি-২০১০ থেকে ডিসেম্বর-২০১৬	২৬০০.০০ ৪০৮.০০ (২১৯২.০০)	২৬০০.০০ ৪০৮.০০ (২১৯২.০০)	২৫১৪.২৫ ৩২৩.৩৯ (২১৯২.১৩)	
২।	সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুমারখালি, কুষ্টিয়া। মেয়াদ : জুলাই-২০১২ থেকে জুন ২০১৫	২৪৭.০০ ২৪৭.০০ –	২০৪.৬৭ ২০৪.৬৭ –	১৮২.৩০ ১৮২.৩০ –	–
৩।	হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ। মেয়াদ : এপ্রিল-২০১৫ থেকে জুন-২০১৫	৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০	৪৬৬.৩৯ ৪৬৬.৩৯	৪৬৬.৩৯ ৪৬৬.৩৯	
৪।	ফাইন এন্ড পারফর্মিং আর্টের ওপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) মেয়াদ : জুলাই-২০০৫ থেকে ডিসেম্বর-২০০৯	১.০০ ১.০০	–	–	
৫।	হালুয়াঘাট, দিনাজপুর, এবং নওগাঁ জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ। মেয়াদ : মার্চ-২০১৩ থেকে জুন-২০১৫	৩৬৩.০০ ৩৬৩.০০ –	৭৬.০০ ৭৬.০০ –	৭১.৫৩ ৭১.৫৩ –	–
৬।	বাংলা একাডেমির স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ। মেয়াদ : জানুয়ারি-২০১৩ থেকে ডিসেম্বর-২০১৫	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০	৩৩৬৯.৫০ ৩৩৬৯.৫০	
৭।	রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন। মেয়াদ : জানুয়ারি-২০১১ হতে জুন-২০১৫	৭৬.০০ ৭৬.০০ –	৭৬.০০ ৭৬.০০ –	৭১.৫৩ ৭১.৫৩ –	
৮।	বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭	৮২০.০০ ৮২০.০০	৮২০.০০ ৮২০.০০	৬১৩.৮১ ৬১৩.৮১	
৯।	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	২৩৫.০০ ২৩৫.০০	২৩৫.০০ ২৩৫.০০	২০৮.৯০ ২০৮.৯০	
	সর্বমোট :	৮১৯২.০০ ৬০০০.০০ (২১৯২.০০)	৮১৪০.০৬ ৫৯৪৮.০৬ (২১৯২.০০)	৭৭৮৯.৬৮ ৫৫৯৮.৫৫ (২১৯১.১৩)	

২০১৪-২০১৫ রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচিসমূহের আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

ক্রমিক	প্রকল্প	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত মোট ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবমুক্তি	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয় (ব্যয় হার %)
	বাংলা একাডেমি : (৫টি)					
১।	বাংলা একাডেমির পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ণ।	২০১২-২০১৫	৮০৩.৬৪	৩২২.১৬	৩২২.১৬	৩২২.১৬ (১০০%)
২।	ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন/অন্তর্ভুক্তি	২০১২-২০১৫	৫৩.৫০	২৪.৭০	২৪.৭০	০০.০০ (০%)
৩।	বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	২০১৪-২০১৭	১৫৮.০০	১৬.২০	১৬.২০	১৬.২০ (১০০%)
৪।	বাংলা একাডেমির প্রেস আধুনিকায়ন	২০১৪-২০১৭	৯৬২.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০ (১০০%)
৫।	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা	২০১৪-২০১৭	৫৬৯.৫০	৫০.৭৫	৫০.৭৫	৫০.৭৫ (১০০%)

ক্রমিক	প্রকল্প	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত মোট ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবমুক্তি	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয় (ব্যয় হার %)
	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির : (০৮টি)					
৬।	সংগীত ও নৃত্য সংগঠনসমূহকে সহায়তা প্রদান	২০১৩-২০১৪	২৩১.০০	৭৯.৫০	৭৯.৫০	৭৯.৫০ (১০০%)
৭।	মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা নির্মাণ	২০১৩.২০১৬	৮৭৬.৬০	৪৭৬.৯২	৪৭৬.৯২	৪৭৬.৯২ (১০০%)
৮।	জাতীয় চিত্রশালার জন্য চিত্রকর্ম ক্রয়	২০১৪-২০১৬	৪৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০ (১০০%)
৯।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিদ্যমান ভবন ও অডিটরিয়ামসমূহের মেরামত ও সংস্কার	২০১৪-২০১৫	৯৮৩.৫৩	৯৮৩.৫৩	৯৮৩.৫৩	৯৮৩.৫৩ (১০০%)
১০।	শিল্পচর্চায় তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ডিজিটালাইজেশন	২০১৪-২০১৬	৭২১.০০	৩০৮.০০	৩০৮.০০	৩০৮.০০ (১০০%)
১১।	বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।	২০১৪-২০১৬	৬২৪.৩০	৫১৯.৯০	৫১৯.৯০	৫১৯.৯০ (১০০%)
১২।	চাঁদপুর, খুলনা, পিরোজপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ছয়টি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির জন্য মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ।	২০১৪-২০১৬	৯৬৯.৬২	৩৬৪.৬২	৩৬৪.৬২	৩৬৪.৬২ (১০০%)
১৩।	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং চট্টগ্রাম জেলায় ছয়টি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির জন্য মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবণ নির্মাণ।	২০১৪-২০১৬	৯৬৯.৬২	৩৬৪.৬২	৩৬৪.৬২	৩৬৪.৬২ (১০০%)
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : (০৫টি)					
১৪।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন	২০১২-২০১৫	৮৫৫.৫০	৯৯.১৫	৯৯.১৫	৪৯.৫৮ (৫০%)
১৫।	শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ কর্ণার সজ্জিতকরণ	২০১৩-১৪	১০০.০০	৩৯.৬০	৩৯.৬০	৩৫.৪৪ (৯০%)
১৬।	আহসান মঞ্জিলের অন্দর মহলে গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও লাইব্রেরি উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	৪৮০.৩৬	১৪৯.৩০	১৪৯.৩০	১৪৯.৩০ (১০০%)
১৭।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ	২০১৪-২০১৬	৪৮০.৩৬	১৪৯.৩০	১৪৯.৩০	১৪৯.৩০ (১০১০%)
১৮।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্যযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা (MIS) সিস্টেম উন্নয়ন কার্যক্রম।	২০১৪-২০১৭	৩৪৭.১৫	৩৪.১০	৩৪.১০	৩৪.১০ (১০০%)
	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর : (০৮টি)					
১৯।	দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর নির্মাণ	২০১৪-২০১৭	২৯২.২১	৩৯.০০	৩৯.০০	৩৯.০০ (১০০%)
২০।	চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন।	২০১৪-২০১৭	৩২১.৮১	১৯.৮০	১৯.৮০	১৯.৮১ (৯৯%)

ক্রমিক	প্রকল্প	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত মোট ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবমুক্তি	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয় (ব্যয় হার %)
২১।	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিস্থ শালবন বিহার ও সংলগ্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ	২০১৪-২০১৭	৮৮৭.৬৫	১২০.৮৯	১২০.৮৯	৭৪.৫৫ (৬২%)
২২।	লালবাগ কেল্লায় স্থাপিত লাইট এন্ড সাউন্ড শো'এর উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	৩৫১.৪০	১২০.৯০	১২০.৯০	১২০.৯০ (১০০%)
২৩।	ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	২০১৪-২০১৭	৪৫২.৪৯	৮১.৯৩	৮১.৯৩	৮১.৯৩ (১০০%)
২৪।	রাজশাহী বিভাগের পুঠিয়া গ্রুপ অব মনুমেন্টস সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	২০১৪-২০১৭	৪০২.৭৬	৬০.৪২	৬০.৪২	৬২.৪২ (১০০%)
২৫।	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	২০১৪-২০১৭	৫০৫.৬৯	৮৭.৭৯	৮৭.৭৯	৮৭.৭৯ (১০০%)
২৬।	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা	২০১৪-২০১৬	১০০.৬৭	২৫.০০	২৫.০০	২৪.৯৯ (১০০%)
	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (০২টি)					
২৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরি সংস্কার, আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়ন	২০১৪-২০১৫	২২৭.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১০৪.৬৮ (৮৪%)
২৮।	জাতীয় আরকাইভসের সংস্কার, আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন।	২০১৪-২০১৬	২২০.৪২	১০৬.৯০	১০৬.৯০	৭৮.৭৪ (৭৪%)
	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর :(০১)					
২৯।	ছয়টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৪-২০১৬	৩৯৫.১৬	১৯৭.৫৫	১৯৭.৫৫	১৯৭.৫৫ (১০০%)
	নজরুল ইন্সটিটিউট : (১টি)					
৩০।	জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম : সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রচার	২০১৪-২০১৬	৩৬৩.৮৯	২৪৯.৭৭	২৪৯.৭৭	৭৩.৯৭ ২৯.৬২%)
	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র : (০১টি)					
৩১।	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিচতলায় আধুনিক বই বিপণন কেন্দ্র স্থাপন	২০১৪-২০১৬	১১৬.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০ (১০০%)
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচার একাডেমির, বিরিশিরি, নেত্রকোণা : (০১টি)					
৩২।	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা-এর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় এবং সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণ।	২০১৪-২০১৬	১৪৬.১৮	৩৫.৭৩	৩৫.৭৩	৩৪.২১ (৯৬%)
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি : (০১টি)					
৩৩।	খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ	২০১৪-২০১৬	১৮৬.২৫	১১৫.৮৪	১১৫.৮৪	১১৩.৩১ (৯৮%)
	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র : (০১টি)					
৩৪।	রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	২০১৪-২০১৭	১৬৯.৬৭	৯.০৭	৯.০৭	৮.৯১ (৯৮.২৩%)
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান : (০১টি)					
৩৫।	বান্দরবান পার্বত্য জেলাব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	১৬১.৫২	৭৭.৮২	৭৭.৮২	৭৭.৬৪ (১০০%)

ক্রমিক	প্রকল্প	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত মোট ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবমুক্তি	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয় (ব্যয় হার %)
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি : (০১টি)					
৩৬।	রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	২০১৪-২০১৬	৩৪৫.৫০	১৪২.০০	১৪২.০০	১৩৮.৬৫ (৯৮%)
	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র : (০২টি)					
৩৭।	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের রিসোর্স ও কার্যক্ষমতা শক্তিমালীকরণ।	২০১৩-২০১৫	১৮৩.৪৮	৭০.৫৯	৭০.৫৯	৭০.৫৯ (১০০%)
৩৮।	বঙ্গীয় শিল্পকলা বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশ ও কেন্দ্রের গ্রন্থাগার এবং ভিজ্যুয়েল আর্কাইভের উন্নয়ন।	২০১৪-২০১৭	১৬২.৫৯	২৮.১৭	২৮.১৭	১৪.৫০ (৫১%)
	উপমোট - ০২টি					
	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি : (০২টি)					
৩৯।	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া {মোট বরাদ্দ ২৯৮.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৮.৬৯ + এশিয়াটিক সোসাইটি ৫৯.২৭)}	২০১৩-২০১৭	২৯৮.৩৬	৮৮.৯১	৮৮.৯১	৮৮.৯১ (১০০%)
৪০।	বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাস {মোট বরাদ্দ ১২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮০.৭৩ + এশিয়াটিক সোসাইটি ৩৯.২৭)}	২০১৪-২০১৬	১২০.০০	১৪.৫৬	১৪.৫৬	১৪.৫৬ (১০০%)
	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা : (০১টি)					
৪১।	'কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ চর্থায় অবস্থিত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মনের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন ভূমিতে সীমানা প্রাচীন নির্মাণ এবং ভূমির উন্নয়ন কাজ' শীর্ষক কর্মসূচি	২০১৪-২০১৬	১১০.৪৮	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৭.৮৪ (৯৯.৫৮%)
	জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম : (০১টি)					
৪২।	বীরকণ্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৪৩৮.৮২	১১৭.৯১	১১৭.৯২	–
	জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ : (০১টি)					
৪৩।	জগৎজ্যোতি পাঠাগার ও জাদুঘরের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং মরমি কবি রাধারমণ দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন	২০১৪-২০১৬	২৩৫.০০	১১০.৩৬	১১০.৩৬	১০৫.০০ (৯৫%)
	সর্বমোট-৪৩টি	–	–	৬৪২৩.৪৯	৬৪২৩.৪৯	৫৫৬৫.২৮ (৮৬.৬৪%)

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি (কোটি টাকায়) :

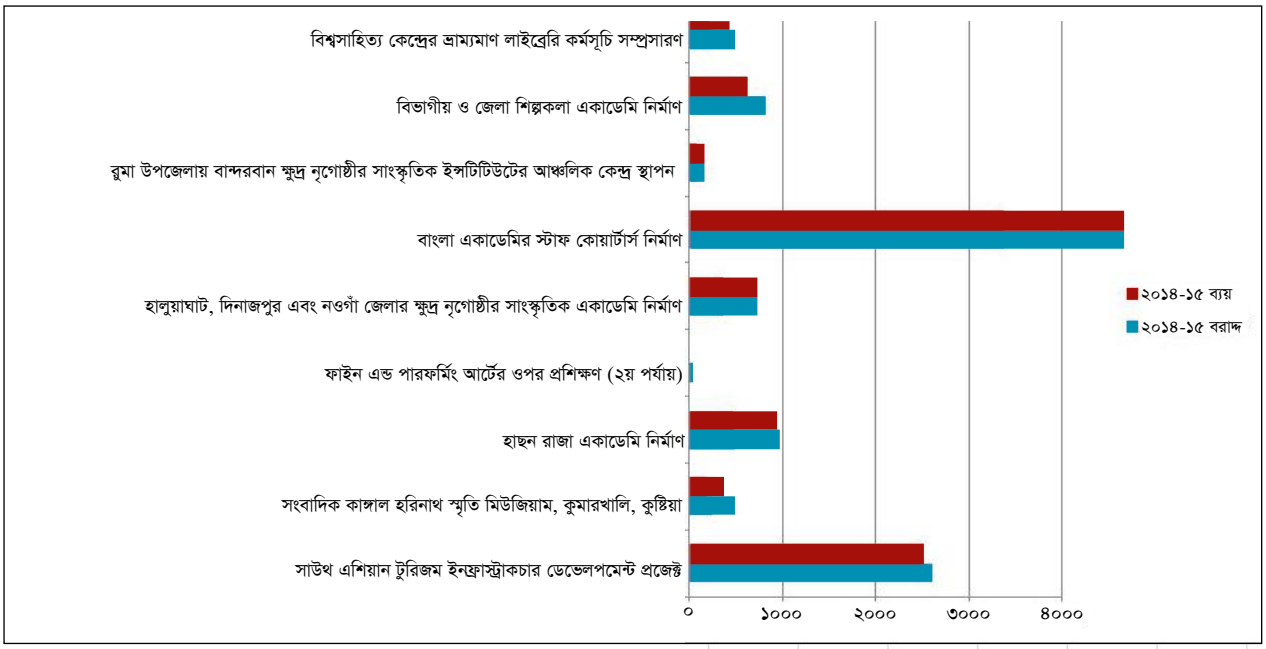

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচির অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) :

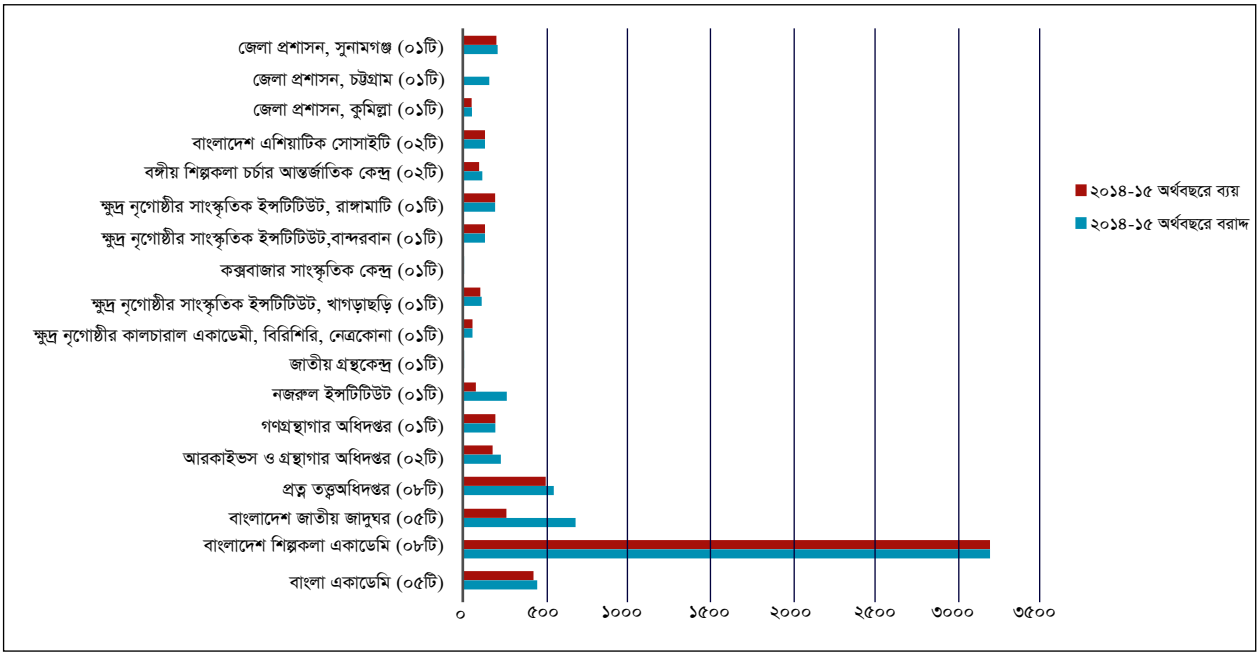

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

পরিচিত : দেশের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৩ সালে এম.এল. কমিটির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ০৪টি বিভাগীয় (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গেজেটভুক্তপুরাকীর্তির সংখ্যা ৪৫১টি ও প্রদর্শিত জাদুঘরের সংখ্যা ১৯টি এবং রাজস্ব বাজেটে পদসংখ্যা ৪৫৩টি। এ সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘরসমূহে প্রদর্শিত অসংখ্য মূল্যবান প্রত্ননিদর্শন পরিদর্শনের জন্য দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ আসেন যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পরিচিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও মসজিদ নগরী বাগেরহাটসহ লালবাগ দুর্গ, ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার ও মহাস্থানগড় প্রভৃতি রয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

প্রশাসনিক : অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড এবং পেনশন সুবিধা ৭৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনসহ ২৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। সকল শূন্য পদ পূরণ, ১৯৬৮ সালের (সংশোধিত ১৯৭৬) পুরাকীর্তি আইনের অধ্যাদেশসমূহ বাংলায় পরিমার্জন, সংশোধন ও আইনে রূপান্তর এবং সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ বিধি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলছে।

অবকাঠোমোগত উন্নয়ন (সংস্কার, মেরামত ও নির্মাণ) : অধিদপ্তরের ৪১টি প্রত্নস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ রাজস্ব বাজেট এবং কর্মসূচির আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে। **প্রকল্প ও কর্মসূচি :**South Asia Tourism Infrastructure Development Project (BP) প্রকল্পের মাধ্যমে ০৪টি প্রত্নস্থল পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ষাট গম্বুজ মসজিদ, মহাস্থানগড় ও কান্তজিউ মন্দিরের পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রত্নসম্পদ (সংরক্ষণ, জরিপ, উৎখনন, সংস্কার, রাসায়নিক ও কাঠামোগত সংস্কার) : ০৩টি প্রত্নস্থাপনা সংরক্ষণ ঘোষণা, ০৭টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, ০৩টি জেলায় জরিপ ও অনুসন্ধান এবং ০২টি বিভাগের সংরক্ষিত পুরাকীর্তিসমূহের হালনাগাদ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খননস্থল ও নির্দেশনসমূহের ডকুমেন্টেশন ও প্রদর্শনযোগ্য করে উপস্থাপনসহ সংগ্রহকৃত প্রত্নবস্তুসমূহ স্থায়ী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি এবং মুদ্রাসমূহের ক্যাটালগ তৈরির কার্যক্রম চলছে। জব্দকৃত আলামতগুলো পরীক্ষাপূর্বক জমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।

গাজীপুর জেলায় বড়ই বাড়ি প্রত্নস্থল পরিদর্শন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি, এমপি

(ক) প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ : অধিদপ্তরের ১২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ০২টি Workshop এবং ০৪টি সেমিনার দাপ্তরিক একাডেমিক, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময়ের লক্ষ্যে অধিদপ্তর ও দেশি, আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) গবেষণা ও প্রকাশনা : প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, জরিপ, সংস্কার-সংরক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য প্রত্নচর্চা-৬ জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে। ০৪টি পুস্তক, ৩০টি প্রত্নসাইটের ভিউকার্ড এবং ০৮টি প্রত্নসাইটের ছবি সম্বলিত পোস্টার মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(গ) শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রম : প্রত্নসচেতন জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ প্রত্নস্থল পরিদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- ACCU, Nara, Japan, France Embassy, SAARC, KNCU, UNESCO, Dhaka Office এবং WHC এর সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

দমদম পীরস্থান বিবির প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরবর্তী দৃশ্য প্রথম নির্মাণ যুগের কক্ষ সমূহ

*** অন্যান্য**

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অধীনস্থ পুরাকীর্তি সাইট ও তৎসংলগ্ন অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড করে ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদ পরিশোধকরণ, অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ এবং চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলছে।
- অধিদপ্তর ও এর আঞ্চলিক দপ্তরসমূহে ওয়েব সাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেট, তথ্যসমূহ অনলাইনে আদান প্রদানসহ আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে অধিদপ্তরে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন, সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্সকে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জাপানি প্রশিক্ষক কর্তৃক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ / উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সংখ্যা	:	১০টি
২.	প্রশিক্ষণ আয়োজনের সংখ্যা	:	০৮টি
৩.	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	:	১২০ জন
৪.	প্রত্ন নিদর্শন চিহ্নিতকরণ সংখ্যা	:	৪৯০টি
৫.	উৎখনন সংখ্যা	:	০৭টি
৬.	প্রত্ন প্রদর্শন সংখ্যা	:	১২,৫০০টি
৭.	জাদুঘরে দর্শক সংখ্যা	:	২৫,৬২,২৫৮ জন
৮.	গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা	:	০১টি
৯.	জাদুঘর উদ্বোধন সংখ্যা	:	০২টি
১০.	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	:	১০০%
১১.	প্রত্নস্থাপনা সংরক্ষণ ঘোষণা	:	০৩টি

ইদ্রাকপুর দুর্গের সংস্কার পরবর্তী দৃশ্য, মুন্সিগঞ্জ

ইদ্রাকপুর দুর্গ অভ্যন্তরে মেঝের নিচে উন্মোচিত কলস

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক নিবাস সংস্কার-সংরক্ষণ ও পুনর্গঠনের কাজটি অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হবে।
২. চলমান প্রকল্প এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।
৩. ভারত সরকারের অনুদানে কুষ্টিয়া শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠি বাড়িতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ কাজ এবং বাংলাদেশের Intangible Cultural Heritage সংক্রান্ত UNESCO, Dhaka Office এর প্রকল্প প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।
৪. SAARC Cultural Capital-2016এর কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনাকৃত Web Portal এ প্রত্নতত্ত্ব সম্পৃক্ত তথ্য প্রদানে সংযুক্ত রাখা হবে।
৫. চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় সম্ভাব্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা এলাকায় জরিপ, উৎখনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম চালু করা হবে।
৬. সকল জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
৭. প্রত্নতাত্ত্বিক আইনে সংরক্ষণ করা হয়নি দেশের বিদ্যমান এমন সকল অসংরক্ষিত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া হবে (উদাহরণ স্বরূপ : আরমেনিয়ান চার্চ)।
৮. শিক্ষার্থীদের প্রত্নস্থলে পরিদর্শনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. সকল প্রত্নস্থলে পর্যটন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন করা।

উপসংহার : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির ধারণকারী প্রত্ননির্দশন সংগ্রহ, সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং দেশি-বিদেশি পর্যকদের প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্নস্থলসমূহে পর্যটকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রত্নসম্পদ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

০১. সংস্থার পরিচিতি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। তখন এর পুস্তক সংখ্যা ছিল ১০.০৪০ টি। ১৯৭৮ সালে এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে ১৯৮৩ সালে এটিকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এর অধীনে ঢাকাস্থ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ৫টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৫৮টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৪টি শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং ২টি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসহ মোট ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

মিশন ও ভিশন (Mission & Vision)

ভিশন (Vision)

- জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ।

মিশন (Mission)

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ শিশু-কিশোরদের উপযোগী পর্যাপ্ত গ্রন্থসহ সমন্বিত গ্রন্থ সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস ও বিতরণ।
- সম্প্রসারণমূলক সেবা যেমন : বুক রিভিউ, বইপাঠ প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবসসমূহ পালন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।
- পাঠকদের রেফারেন্স ও উপদেশমূলক সেবা দেয়া।
- সর্বস্তরের জনসাধারণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও উন্নয়ন।
- বিশেষজ্ঞ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা এবং রেফারেন্স সেবা দেয়া।
- প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সেবা দেয়া।
- পাঠকদের পারস্পরিক ব্যবহারের জন্য গণগ্রন্থাগারসমূহের বিভিন্ন পাঠসামগ্রীর প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থা/ডাটাবেস তৈরি করা।
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাদি (ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট) পাঠকদের জন্য নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবা প্রবর্তন করা।

০২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল এর উদ্বোধন।
- বিদ্যমান গণগ্রন্থারসমূহের জন্য পাঠক চহিদা মোতাবেক বিগত অর্থ বছরে দেশি-বিদেশি মিলে সর্বমোট ৭৭.৬০০ খানা পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।
- জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ১২৮টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান (রচনা, বইপাঠ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি) আয়োজন করে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- পাঠকদের রেফারেন্স ও তথ্য সেবা এবং পুস্তক লেনদেন সেবা প্রদান।
- সদর দপ্তর ও বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারসমূহে রবি ও কিয়স্ক এর মাধ্যমে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কমিটি গঠনের মাধ্যমে গণশুনানী গ্রহণ।

০৩. ১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

- বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির জন্য জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়সহ ভবন নির্মাণ।
- প্রথম পর্যায়ে ৬৬টি উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন।
- ৩২টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহকরণ।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বাজেটে বরাদ্দকৃত ২.২০ কোটি টাকার বই ক্রয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংগৃহীত পুস্তকসমূহ বিভাগীয়/জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারে প্রেরণ।
- রাজস্ব খাতের ২৯টি শূন্যপদে জনবল চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান।

০৪. বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্যান্য বিষয়

- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বর্তমান ভবনটি ভেঙ্গে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অগ্রাধিকারভিত্তিতে চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট কমপ্লেক্স নির্মাণ।
- ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা চালু করণ।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

০১. অধিদপ্তরের পরিচিতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর দুটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এর সমন্বয়ে নিজস্ব দুটি ভবনে পরিচালিত। এটি মূলত গবেষণাধর্মী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭২ সালে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার নামে এই অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৪ একর জায়গা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮৫ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয় এবং ২০০১ সালে অন্য আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ করা হয়। এ দুটি প্রতিষ্ঠান দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সব রকমের উপাত্ত ও উৎস সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা পণ্ডিত, গবেষক, প্রশাসক ও সর্বসাধারণের গবেষণা এবং পাঠ উপযোগী করে গড়ে তোলাই প্রতিষ্ঠান দুটির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রধান কার্যাবলি : অধিদপ্তরটি মূলত সেবা, গবেষণাধর্মী এবং জ্ঞানচর্চাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। পাঠক ও গবেষকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ।

আরকাইভস : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সরকারি-বেসরকারী দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করে।

লাইব্রেরি : জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল মুদ্রিত উপাদান কপিরাইট আইনে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ছাড়াও বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সংগ্রহ করার মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা (National Collection) গড়ে তোলে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠক ও গবেষকদের তথ্যসেবা প্রঝদান করে।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- জাতীয় আরকাইভস হতে ৫৩৩ জন গবেষক এবং জাতীয় গ্রন্থাগার হতে ১৫,৮৯৫ জন পাঠক-গবেষককে তথ্যসেবা দেয়া হয়েছে।
- জাতীয় আরকাইভসে ৬৯৩ ভলিউম নথিপত্র বাঁধাই ও মেরামত, ৫০০০টি পরিশোধন এবং ১,০০,৪৩৫ পৃষ্ঠা রেকর্ড ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।
- ৯ জুন ২০১৫ আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'সমৃদ্ধ আরকাইভস, সমৃদ্ধ জাতি'।

৯ জুন ২০১৫ 'আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস' উদ্‌যাপন

- ৬৭৬১টি ISBN প্রদান করা হয়েছে।
- Integrated Library System আওতায় স্থাপিত KOHA সফটওয়্যারে ৪০০০ বই/তথ্যসামগ্রী ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
- জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সরকারি অর্থে গবেষণাধর্মী দেশি বিদেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯৪টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্মসূচি প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি লিফ্ট, ১টি জেনারেটর, ১টি টেপড্রাইভ ব্যাকআপ, ৫০টন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ১টি বারকোর্ড মেশিন, ১টি ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রিন্টার, ১টি ইলেকট্রিক্যাল কার্টিং মেশিন, ১টি পে-রোল সফটওয়্যার, ১টি হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যার, ৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মসূচি প্রোগ্রামের আওতায় লাইব্রেরির কনফারেন্স কক্ষসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।
- **বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন :** জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রদর্শন এবং বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে পক্ষকালব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করছেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব অদুদুল বারী চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

- **ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃক রাজস্ব আয় :** লাইব্রেরির সদস্য ফি বাবদ-৫৪,২৪০/- ফটোকপি সেবাদান ফি বাবদ-৬৩২/- এবং অডিটোরিয়াম ভাড়া বাবদ-২,১১,৬০০/- টাকাসহ সর্বমোট ২,৬৬,৪৭২/-(দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশত বাহাত্তর) টাকা রাজস্ব আয় করেছে যা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- **ডিজিটাল লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু:** জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্যসামগ্রীকে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশনপূর্বক অনলাইন তথ্যসেবা প্রদান করার জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তথ্যসামগ্রী স্ক্যানিংপূর্বক সার্ভারে আপলোড করা হচ্ছে এবং Green Stone ডিজিটাল লাইব্রেরি সফটওয়্যারে Meta data এন্ট্রির কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- **পাঠকক্ষ আধুনিকীকরণ :** পাঠকক্ষগুলোকে আধুনিকীকরণের নিমিত্ত ৩টি পাঠকক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩টি পাঠকক্ষে ই-লার্নিং সেবা দেয়ার জন্য ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিসহ ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
- **Free Wi-Fi Network :** লাইব্রেরিতে ১০,০০০ বর্গফুট এরিয়া Free Wi-Fi Network এর আওতায় আনা হয়েছে। যেখান থেকে যেকোন পাঠক/গবেষক বিনামূল্যে ইন্টারনেট সার্চিং ও ই-মেইল ব্রাউজ করতে পারেন।
- জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ওয়েব সাইট **www.nlb.gov.bd** ডিজিটাল রিপোজিটরির জন্য সাব ডোমেইন **www.dl.nlb.gov.bd** এবং ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির জন্য পৃথক সাব ডোমেইন **www.bnb.nlb.gov.bd** ডেভেলপ করা হয়েছে। লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে ঢুকে যেকেউ জাতীয় গ্রন্থাগার সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।
- **আধুনিক প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন :** ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন করা হয়েছে।
- **কনফারেন্স কক্ষ স্থাপন :** শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যুগোপযোগী ও আধুনিক ফার্নিচারের সমন্বয়ে একটি কনফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

- **সিসি ক্যামেরা স্থাপন:** গ্রন্থাগারের তথ্যসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ১৬টি পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ :** তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আরকাইভ্যাল রেকর্ড/নথিপত্র নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল লাইব্রেরির ২৩তম CDNL-AO আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আরকাইভ্যাল রেকর্ড/নথিপত্র নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব অদুদুল বারী চৌধুরী

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল লাইব্রেরির ২৩তম CDNL-AO আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন অধিদপ্তরের প্রোগ্রামিং অফিসার জনাব তাহমিনা আক্তার

- **প্রশাসনিক সংস্কার**
  - আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিদ্যমান অনুমোদিত ৯৮টি পদের সমন্বয়ে সংশোধিত নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।
  - অধিদপ্তরের বিদ্যমান বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৭টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
  - আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত জনবল সমস্যা দূরীকরণার্থে ১৪৩টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬১টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
  - দুটি সংস্থার জন্য সমন্বিত আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সমন্বিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- অধিদপ্তরের জন্য ৬১টি নতুন পদ সৃষ্টির কার্যক্রম সম্পন্নকরণপূর্বক নব সৃষ্ট পদে জনবল নিয়োগ।
- অধিদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সমন্বিত আইন প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ।
- জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- নবসৃষ্ট পদের সমন্বয়ে নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারে পাঠক/গবেষকদের জন্য অনলাইন সেবা উন্মুক্তকরণ।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের ইনভ্যান্ট্রিজনিত ব্যাকলোড ত্বরান্বিতকরণ।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের কাস্টমাইজ সফটওয়্যারে ৫০,০০০ ডাটা এন্ট্রি প্রদান।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের ডিজিটাল কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্তকরণ।
- হিসাব শাখার সকল কর্মকাণ্ড পে-রোল সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্তকরণ।
- একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন।
- সংগৃহীত পুরাতন, ছেঁড়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য তথ্যসামগ্রীর বাঁধাই কাজ সম্পন্নকরণ।

অধিদপ্তরটি একটি সেবা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পরিপূরক হিসেবে এ অধিদপ্তরকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করার জন্য ইতোমধ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরের অনুকূলে বর্তমান বাজেটের আওতায় কয়েকটি নতুন খাত সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কয়েকটি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ৬১টি পদ সৃষ্টির কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

কপিরাইট অফিস

কপিরাইট অফিস একটি আধা-বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। এ অফিসের কার্যাবলি কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর বিধানমতে পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সার্বিক উন্নয়ন, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ এবং কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোন দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড-যেমন, সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, রেকর্ডকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র বিষয়ককর্ম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, কম্পিউটার-সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কপিরাইট আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কপিরাইট অফিসের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিস্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান।
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।
গ) বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান।
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশি কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান।
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ।
চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান।
ছ) কপিরাইট সমিতি/Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন।
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ ।
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- **হেল্পডেস্ক এবং হেল্পলাইন স্থাপন :** রেজিস্ট্রেশনের আবেদন সঠিকভাবে পূরণ না হওয়ায় নানান তথ্যের প্রয়োজনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম প্রলম্বিত হয়। অহেতুক বিলম্ব রোধ করে ৩০ দিনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সনদ প্রদানের লক্ষ্য স্থির করে বিগত ৩০/১০/২০১৪ তারিখ হতে হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।
- **ফেসবুক ফ্যানপেইজ উন্মুক্ত :** সৃজনশীল মেধাসম্পদের যে কোন প্রণেতা ও এ সংশ্লেষে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি ফেসবুক ফ্যানপেইজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে পারেন।
- **ওয়েবসাইট হালনাগাদ:** ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইটকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়।
- **অভ্যর্থনা ব্যবস্থা চালুকরণ:** এ অফিসে ইতিপূর্বে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা ছিল না । ডিসেম্বর ২০১৪ সাল থেকে ভবনের মূল ফটকে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সময় সংক্ষিপ্তকরণ:** সৃজনশীল মেধাসম্পদের রেজিস্ট্রেশনে পূর্বে তুলনামূলকভাবে অধিকসময় প্রয়োজন হতো। সময় সংক্ষিপ্তকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- **কর্মভিত্তিক প্রচারপত্র তৈরি :** কপিরাইট অফিস ১১টি সৃজনশীল মেধাসম্পদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক কর্ম রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিছু সাধারণ ও কিছু বিশেষ তথ্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাগণ প্রায়শই তথ্য পরিবেশনে ভুল করে থাকেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এবং সর্বসাধারণের সচেতনতা সৃজনের জন্য প্রত্যেকটি সৃজনশীল কর্মভিত্তিক পৃথক রঙিন কাগজে প্রচারপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **প্রচার কার্যক্রম জোরদার:** কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি, আইনগত প্রতিকার, পাইরেসি বন্ধ সংক্রান্ত সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- **লাইব্রেরি সুসংগঠিতকরণ:** কপিরাইট অফিসে একটি সুসংগঠিত লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের নিকট থেকে একটি কক্ষ বরাদ্দনেয়া হয়েছে।
- **কনফারেন্স রুম স্থাপন:** কপিরাইট বোর্ড এর সভা এবং এ অফিসের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সভা করার কোন স্থান ছিল না। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের নিকট থেকে প্রাপ্ত কক্ষের অর্ধাংশে একটি সভাস্থল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- **কপিরাইট আইন সংশোধন :** কপিরাইট আইনকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের কার্যক্রম চলমান।
- **কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ :**
- প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা বার, প্রেসক্লাব, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সৃজনশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।
- **কপিরাইট সমিতি গঠন ও মনিটরিং :** সৃজনশীল প্রত্যেকটি সেক্টরে কপিরাইট সমিতি গঠন কার্যক্রম চলমান।
- **কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান :** কপিরাইট অফিসের বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী নতুন। তাদের কোন দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। তাদের প্রশাসন, রেজিস্ট্রেশন ও আইটি এই তিনটি বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- **কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি সংশোধন :** কপিরাইট অফিসের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। বিগত ২১/০৬/২০১৫ তারিখ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- **১৭ টি শূন্য পদ পূরণ :** নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। নিয়োগ বিধি সংশোধন হলে ১৭টি শূন্য পদ পূরণ করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- **কপিরাইট অফিস অটোমেশন :** বিসিসি এর একটি প্রকল্পের আওতায় এ অফিসে একটি সার্ভার বসানো হচ্ছে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- **বিভিন্ন মেলা এবং স্টলে অংশগ্রহণ :** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেকোন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কপিরাইট নিবন্ধন ও পাইরেসি বন্ধকরণ সংশ্লেষে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলা একাডেমি

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার অধিকারের উপর শুরু হয় আক্রমণ। ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত ছাত্ররা চিৎকার করে বলেন No, No. সেই মুহূর্তেই রোপিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইস্তেহারের ১৬ ধারায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রচার, ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। যার ফলশ্রুতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাংলা একাডেমি আর্কাইভস স্থাপন, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন কর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও তাদের সংগ্রহ, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস রচনা, আঞ্চলিক ও জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ফোকলোর সম্মেলন, ফোকলোর সামার স্কুল ২০১৫, বর্ধমান হাউজে লোক ঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচি, ইংরেজি বাংলা অভিধান সংশোধন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন।
- প্রতিবেদনাধীন বছরে ৯১ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনার, ০৪টি প্রশিক্ষণের (প্রশিক্ষণার্থী ৫৬১ জন) আয়োজন করে, দেশের অভ্যন্তরে ১৯টি ও দেশের ০৪টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে, গবেষণাধর্মী ২টি সৃজনশীল ২১টি, জীবনীগ্রন্থ ০৩টি ও ০১টি অনুবাদের বই প্রকাশসহ ২৪টি বই পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।
- বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার এবং বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫ এর আয়োজন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন, নববর্ষ উদ্‌যাপন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, সা'দত আলি আকন্দ সাহিত্য পুরস্কার, মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার, কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫- এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টল ঘুরে দেখছেন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা প্রদান করেছেন

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫- এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

International Folklore Workshop-2015-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৫ এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

আধুনিক ভাস্কর্যের পথিকৃৎ নভেরা আহমেদের মৃত্যুতে নাগরিক স্মরণসভা

২. ২০১৪ ২০১৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- প্রথিতযশা ১০ জন সাহিত্যিকের রচনাবলি এবং ৫ জন লেখকের রচনাসংগ্রহ ও প্রকাশ করা, বাংলা একাডেমি জাদুঘর ও মহাফেজখানা সমৃদ্ধিকরণ ও আধুনিকরণ।
- বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান) জীবনীগ্রন্থপ্রকাশ ৬টি, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান প্রণয়ন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্নগবেষণা ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচী, কামরুদ্দীন আহমেদের মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, সরদার ফজলুল করিমের দর্শনকোষ এবং আলমগীর কবিরের This was Radio Bangladesh, বাংলা ও ইংরেজি অভিধান সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন কর্মসূচি, ভাষা, সাহিত্য ও ফোকলোর কোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।
- বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্য ও উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে লোকজ উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- দেশে ও বিদেশে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
- বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন, জীবনী গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।
- ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন/অন্তর্ভুক্তি।
- ফোকলোর গবেষণা ইন্সটিটিউট/চর্চা কেন্দ্র নির্মাণ, রবীন্দ্র গবেষণা ইন্সটিউট/চর্চা কেন্দ্র নির্মাণ, ঢাকার উত্তরায় বাংলা একাডেমি পাঠাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ।
- বাংলা একাডেমির কর্মকাণ্ড ডিজিটালাইজেশন করা, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেনশন করা, বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান অভিধান অনুসরণে বাংলা বানান নিরীক্ষক সফটওয়্যার প্রস্তুত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত ৩১ নং এ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালের সংশোধিত এ্যাক্টের আওতায় সংস্কৃতি বিকাশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ (ছয়)টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হলো চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা বিভাগ, সংগীত ও নৃত্য বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ, আলোকচিত্র বিভাগ, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ। এছাড়া প্রতিটি জেলায় একটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি রয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- অ্যাকুস্টিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠন এবং বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় অ্যাকুস্টিকবাদ্যযন্ত্রসমূহের পুনরুত্থান ও সংরক্ষণ মহড়া কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- একাডেমিতে ১৫ (পনেরো) দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত, ৩ (তিন) মাসব্যাপী ভাওয়াইয়া সহ, ৫(পাঁচ)টি অন দি জব ট্রেনিং, ৩ (তিন) মাসব্যাপী শিশু সংগীত বিষয়ক কর্মশালা, বৃহত্তর রংপুর জেলার ভাওয়াইয়া সংগীত শিল্পীদের বাছাইপর্ব, মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাঙামাটি, বাগেরহাট জেলাসমূহে ৭(সাত) দিনব্যাপী নৃত্য, সংগীত, নাটক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, ৩(তিন)দিনব্যাপী ভাওয়াইয়া পঞ্চগীতিক-বির গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রসার কর্মসূচির অন্তর্গত ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন, ভাওয়াইয়া শিল্পী, সংগঠক, সংগীত পরিচালক, গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টজনদের নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা।
- ৬৪টিজেলা শিল্পকলা একাডেমির নাট্যদলের প্রযোজনা নিয়ে ৮দিনব্যাপী সাহিত্য নির্ভর জাতীয় নাট্যোৎসব নড়াইল এবং ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে 'একশ বস্তা চাল' নাটকটির প্রদর্শনী, ফরিদপুরস্টেডিয়াম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ৭১ নামক পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ ও প্রদর্শনী, একাডেমির উদ্যোগে ১২ দিনব্যাপী 'শিল্প সমালোচনা বিষয়ক কর্মশালা, ১৫ (পনেরো) দিনব্যাপী অভিনয় বিষয়ে কর্মশালা, যাত্রা নিবন্ধনের লক্ষে ৬ষ্ঠ যাত্রা উৎসব ২০১৪ আয়োজন, চৈত্র সংক্রান্তি ও ঘুড়ি উৎসব, যৌথভাবে আইটিআই বাংলাদেশ কেন্দ্রের সাথে ২য় ঢাকা আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব, বিশ্ব নাট্যদিবস ২০১৫, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ময়মনসিংহ ও স্বপ্নদলের সাথে 'নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন নাট্যোৎসব-২০১৪', পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশনের সাথে বিশ্ব শিশু নাট্যদিবস উদ্‌যাপন, Goethe Institute Bangladesh- এর সাথে শিশুদের জন্য'ঐ২০'এর প্রদর্শনী, বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাথে ২দিনব্যাপী আকরাম খানের 'দেশ' এর প্রদর্শনীর আয়োজন।
- যৌথভাবে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ-এর সাথে তারেক মাসুদের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী'র ৬৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন, কিনো-আই ফিল্মসের সাথে লালসালু, চিত্রা নদীর পাড়ে এবং লালন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভারমিলিয়ন ক্রিয়েটিভ আর্টস এন্ড মিডিয়া ইন্সটিটিউটের সাথে আব্দুল জব্বার খান-কে নিয়ে অনুষ্ঠান, ফরেন সার্ভিস একাডেমির সমন্বয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সদ্য নিয়োগকৃত সহকারী সচিবদের জন্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ৫টি ও ২টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর সাথে তারেক মাসুদের ২দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য উৎসব, রণেশ দাশগুপ্ত চলচ্চিত্র সংসদ এর সাথে 'মুক্তপ্রাণ চলচ্চিত্র উৎসব, চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সাথে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব, মুভ্যিয়ানা ফিল্ম সোসাইটির সাথে সিলেটে '৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব', আলমগীর কবির ফিল্ম সোসাইটির সাথে আলমগীর কবির চলচ্চিত্র উৎসব, শান্তা মারিয়ম চাইনিজ ভাষা শিক্ষার আয়োজন ও চায়না অ্যাম্বাসির সহযোগিতায় চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটির সাথে স্বল্পদৈর্ঘ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বছরব্যাপি প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব, 'সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম-বাংলাদেশ' এর সাথে ৭(সাত) দিনব্যাপী সার্ক চলচ্চিত্র উৎসব, চিপাচসের সাথে 'মৃত্তিকা মায়া' 'মেঘমল্লার' চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ও মুক্তালোচনা, বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার এবং চায়না এ্যাম্বাসীর সাথে Happy Chinese New Year-2015 উপলক্ষ্যে 'Dunhuang melody-charm of the

silk road' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে 'মত বিনিময়' সভার আয়োজন।

- মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের প্রথম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ৩দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব ও স্মরণসভা, কাজী জহির ও সুভাষ দত্ত এর চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব, জহির রায়হান এর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র উৎসব, জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টার ও প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের প্রতিকৃতিপ্রদর্শনী ও গান নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- রাজবাড়ী অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৫(পনের) দিনব্যাপী শিশুদের, ৭(সাত) দিনব্যাপী বড়দের, জেলা শিল্পকলা একাডেমি নীলফামারীতে ১০(দশ)দিনব্যাপী শিশুদের এবং একাডেমিতে ১৫(পনেরো) দিনব্যাপী বড়দের অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালার আয়োজন। বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উপলক্ষ্যে মুক্ত আলোচনা, শোভাযাত্রা ও 'জল পাপেট'-এর প্রদর্শনী এবং ২ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন।
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর জন্মশত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী শিশু-কিশোরদের নিয়ে চিত্রাংকন কর্মশালা চলমান, মাসব্যাপী '১৬তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ-২০১৪', অটিস্টিক ও বিশেষ শিশুর অভিভাবকদের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার, অটিস্টিক শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অটিস্টিক ও বিশেষ শিশুর শ্রেষ্ঠ অভিভাবক নির্বাচন প্রতিযোগিতা, অটিস্টিক শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, ২১তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী এবং বরেণ্য শিল্পী নভেরা আহমেদ স্মরণেতাঁর বর্ণিল ও কর্মময় জীবন নিয়ে স্মরণ সভার আয়োজন।
- যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের স্নাতক ডিগ্রির প্রথম ব্যাচ এর সাথে ছয়দিনব্যাপী 'প্রাণের মাঝে আয়' শীর্ষক প্রদর্শনী, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলোজি ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাথে 'Event Partnership' for 'Break The Circle–Season 1V' an International PhotographyExhibition' Tentative 'Time Line' প্রদর্শনী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি ক্লাবের সাথে প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী কালিদাস কর্মকারের 'পাললিক প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক ১৩ দিনব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী, Chobi Mela VIII-International Festival of Photography (ছবিমেলা, দৃক) এর সাথে আয়োজিত প্রদর্শনী, একাডেমি এবং চট্টগ্রাম চারুশিল্পী পর্ষদ- এর সাথে ৭ম শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, আলোকিত শিশু (একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা), ঢাকা- এর সাথে জাতীয় চিত্রশালায় প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস,ঢাকা)-এর সাথে ২য় জাতীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা এবং Shunno Art Space,ঢাকা- এর সাথে 'শেষ থেকে শুরু' শীর্ষক ছাপচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
- শিল্পকলা বুলেটিন জুন ১ (এক) টি, শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা ১ (এক) টি, শিল্পকলা বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল ১ (এক) টি মুদ্রণ। ০৫ (পাঁচ)টি গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ এবং ০৪ (চার)টি লেকচার ওয়ার্কসপের আয়োজন।
- জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে হোটেল সোনারগাঁও-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সভা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় সংসদ ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান, নবনির্মিত নন্দন মঞ্চের উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাছাইকৃত প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠ, নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্পীদের নিয়ে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, স্বাধীনতা পদক-২০১৫ শিল্পকলা পদক ২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে আবহ সংগীত পরিবেশন, দেশবরেণ্য কবি ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ ও গানের অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সাথে 'এইতো জীবন এইতো মাধুরী' শীর্ষক এক আবৃত্তি অনুষ্ঠান প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠ, নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্পীদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে বাছাই পরীক্ষা, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান এবং সীমান্ত বিজয় উপলক্ষ্যে নাগরিক কমিটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন।

- একাডেমির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনী, একাডেমির চল্লিশ বৎসরের প্রকাশনা ও বিভিন্ন উপকরণ (ব্রোশিউর, ম্যাগাজিন, ক্যাটালগ, সিডি/ডিভিডি, পোস্টার ইত্যাদি) নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন, 'শিল্পকলা পদক' প্রদান উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। শহিদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ৮টি নাটক মঞ্চায়ন, শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস এবং মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজন। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে 'নানান ভাষার নানান ছবি' শিরোনামে চলচ্চিত্র উৎসব, বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে শহিদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন।
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একাডেমিতে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং 'মুজিব মানে মুক্তি' নাটক মঞ্চায়ন। নড়াইলে বিজয় সরকারের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এবং একাডেমিতে দুইদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। শচীন দেব বর্মণ ও রজনী কান্ত সেনের বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় ১দিন এবং একাডেমিতে ২দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কাজী নজরুল ইসলামের নাটক নিয়ে ৩ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব আয়োজন এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রদান। একাডেমির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ-১৪২২ উপলক্ষ্যে ৩ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং বঙ্গভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- ভারতের 'দোহার' ও 'লোপমুদ্রা' প্রডাকশন- এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠেয় উৎসবে সুবচন নাট্য সংসদ এর- 'মহাজনের নাও' নাটকটি নিয়ে ভারত, ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পুতুল নাট্যদলের ওয়ার্ল্ড পাপেট কার্নিভাল, থাইল্যান্ড, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রযোজনা 'তোতা কাহিনী' নিয়ে কলকাতার শান্তিনিকেতন, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত 6th Sufi Night শীর্ষক অনুষ্ঠানেবেলজিয়ামে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল, কলকাতা উপ-দূতাবাস প্রাঙ্গণে 'আব্বাস মেলা' উপলক্ষ্যে কলকাতায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের থাইল্যাণ্ড, SAARC Cultural Festival on Folk Dance Bhutan 2015 উপলক্ষে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের ভূটান, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল জাপান ও ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল নেদারল্যাণ্ড এবং ১১(এগার) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের ইন্দোনেশিয়া সফর করে।

০৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ

- নতুন যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে ৭ম যাত্রানুষ্ঠান, একাডেমি প্রযোজিত যাত্রাপালার প্রদর্শনী, যাত্রাপালাকারদের নিয়ে যাত্রাপালা বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার, বাংলাদেশের যাত্রাপালার সংকট ও সম্ভাবনা বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন।
- জাতীয় যাত্রা উৎসব–২০১৬ আয়োজন, থিয়েটার ডিজাইন কর্মশালা (সেট, লাইট, কস্টিউম, মেকাপ, মিউজিক, প্রপ্‌স, মঞ্চব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা), নাট্যপাণ্ডুলিপি বিশেষ কর্মশালা।
- বাংলাদেশি পালা নিয়ে যাত্রাপালার উপর প্রকাশনী।

- প্রত্ননাটক এবং পরিবেশ থিয়েটার প্রদর্শনী ও নতুন প্রত্ননাটক, লোক নাট্যকর্মশালা ও প্রদর্শনী এবং পরিবেশ থিয়েটার প্রযোজনা ও প্রদর্শনী।
- বিশ্ব শিশু, কিশোর ও যব নাট্যদিবস, বিশ্ব নাট্যদিবস, জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস এবং বিশ্ব পতুলনাট্য দিবস উদ্‌যাপন।
- নিয়মিত প্রযোজনার প্রদর্শনী, বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রয়াত গুণী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের ও প্রয়াত নাট্যকারদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন।
- বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন।
- চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন।
- আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য কর্মশালা আয়োজন।
- জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বিদেশি দূতাবাসের সাথে যৌথ অনুষ্ঠান আয়োজন।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

- শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা মুদ্রণ, শিল্পকলা বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল মুদ্রণ, শিল্পকলা বুলেটিন মুদ্রণ, ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি শীর্ষক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ শীর্ষক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ।
- শিল্পকলা পদক ও জেলা 'শিল্পকলা সম্মাননা' প্রদান।
- অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ।
- কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়া এবং শিশু একাডেমী আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ।
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত বিভাগীয় বইমেলায় অংশগ্রহণ।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ময়মনসিংহের ত্রিশালে বইমেলায় অংশগ্রহণ।

চারুকলা বিভাগ

- ২৬তম শিল্পবোধ ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক কোর্স।
- জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী ও ক্যাটালগ মুদ্রণ।
- ২০তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন।
- নীলফামারী জেলায় আর্টিস্ট ক্যাম্প, ক্যাম্পে অংকিত চিত্রকর্মসমূহের প্রদর্শনী ও ক্যাটালগ মুদ্রণ।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে রেস্টোরেশন কর্মশালার আয়োজন।
- ছাপচিত্র কর্মশালার আয়োজন ও প্রদর্শনী।
- একাডেমির সংগৃহীত শিল্পকর্মসমূহের প্রদর্শনী।
- খুলনা বিভাগীয় চারুশিল্পীদের প্রদর্শনী ও ক্যাটালগ মুদ্রণ।
- বিশিষ্ট শিল্পীর একক চিত্র প্রদর্শনী।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

- ঢাকায় ০১ বছর মেয়াদী শাস্ত্রীয় সংগীত, সেতার, সরোদ এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।
- দেশের ১৫ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মশালা।
- রাজবাড়ীতে ০৩(তিন)দিনব্যাপী কর্মশালা।
- ঢাকায় জেলা থেকে আগত প্রশিক্ষকদের নিয়ে ০২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

প্রযোজনা বিভাগ

- ৫দিনব্যাপী লোক সাংস্কৃতিক উৎসব।
- শেকড়ের সন্ধানে বাংলার লোকনৃত্য।
- বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৫টি।

সঙ্গীত নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ

- জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মৌলবাদ বিরোধী ভ্রাম্যমাণ অনুষ্ঠান আয়োজন।
- দেশব্যাপী লোকশিল্পীদের তালিকা সংগ্রহ।
- ১টি করে মৌলিক সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত নির্মাণ ও সিডিতে প্রকাশ।
- ১০ জন সুরকারকে দিয়ে ১০ টি মৌলিক সুর সৃষ্টি এবং ১০জন নৃত্য পরিচালককে দিয়ে উক্ত সুরের উপর নৃত্য নির্মাণ ও প্রদর্শন।
- নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে ৫ দিনব্যাপী নৃত্য উৎসবের আয়োজন।
- পক্ষকালব্যাপী অডিও প্রকাশনার মেলা আয়োজন।
- সৃজনশীল গীতিকারদের দেশাত্ববোধক সংগীত রচনার আহ্বান ও গুণী সুরকারদের দিয়ে সুরারোপ এবং সমবেত কণ্ঠে অডিও প্রকাশ।
- প্রতিবন্ধী শিল্পীদের নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন।
- প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের নিয়ে ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে নৃত্যনাট্য নির্মাণ, ভিডিও ধারণ ও প্রর্দশন।
- ১টি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য নির্মাণ ও প্রদর্শন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ ছায়ানৃত্য নির্মাণ ও প্রদর্শন।
- লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং স্বরলিপিসহ বই প্রকাশ।
- ২ জন নৃত্যগুরু এনে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।
- ত্রৈমাসিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ৪ দিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি উৎসব আয়োজন।
- ৩ দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব আয়োজন।
- দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ।
- প্রতিটি উপজেলায় বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ ও শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে মেলা ও উৎসব আয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে আগত দর্শনার্থী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হাজার বছরের গৌরব গাঁথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট ৩৭৯ টি নিদর্শন সমৃদ্ধ জাদুঘর দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকা যাদুঘর স্থানান্তর করা হয় নিমতলিস্থ ঢাকার বারো দুয়ারিতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্যে সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অবদান অপরিসীম।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণি পেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, সুহৃদদের সহযোগিতা এবং জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য দিয়েই দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর রূপে বিকশিত হয়েছে।

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ মোট ৯১ হাজার ২৮৭টি নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছে। এই বিশাল সংগ্রহভাণ্ডার থেকে প্রায় ৪ হাজার নিদর্শন মোট ৪৪টি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১ জনকে পদোন্নতি, ৩ জন নতুন নিয়োগ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, বেতন কাঠামো, নতুন পদ সৃষ্টি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৫ সংস্কার প্রস্তাবনা, ১০৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম, নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধির সাথে শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময়, ভাষা সংগ্রামীদের সাথে শিক্ষার্থীদের সংলাপ আয়োজন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া নিয়মিত স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৫৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/সংগঠনের মোট ৪,৬১৩ জন শিক্ষার্থী/সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিদর্শনের গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির পাণ্ডুলিপি দিয়ে বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, অ্যালবাম, বার্ষিক প্রতিবেদন, জাদুঘর সমাচার, ক্যাটালগ, ব্রোশিউর, স্যুভেনির, নির্দেশিকা, ফোল্ডার, ফলিও, লিফলেট, পোস্টার, ভিউকার্ড ইত্যাদি প্রকাশ করে।
- শাখা জাদুঘরসহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ৬৪৩টি নিদর্শন সংগ্রহ করা

হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগে ৪৩৫টি নিদর্শন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২(দুই) টি মিলনায়তন ও ১(এক) টি প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২(দুই) টি মিলনায়তন যথাক্রমে-(১) প্রধান মিলনায়তনে ৭১ (একাত্তর) টি অনুষ্ঠান (১২৮ শিফ্‌ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে (২) কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১৫৯ (একশত ঊনষাট) টি অনষ্ঠান (১৮৯ শিফ্‌ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১(এক) টি প্রদর্শনী গ্যালারিতে (নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি) ১৫ (পনেরো)টি প্রদর্শনী (১০৩ দিন) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনকালে সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও গ্যালারি পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৯৩ (একশত তিরানব্বই) জন দেশি এবং ৫৩৯ (পাঁচশত ঊনচল্লিশ) জন বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আনা ফ্র্যাঙ্ক এর উপর আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুলমাল আব্দুল মুহিত এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর

সম্পাদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫
- শ্রীলংকার ক্যাণ্ডিতে অবস্থিত দালাদা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ কর্ণার সজ্জিতকরণ শীর্ষক কর্মসূচি। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৫ সংশোধিত প্রস্তাব : জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৬
- আহসান মঞ্জিলের অন্দরমহলে গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও লাইব্রেরি উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৬
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক কর্মসূচি। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৬।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৬।
- সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫ সংশোধিত প্রস্তাব : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৬

৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা

- বিশেষায়িত বিভাগসমূহের তত্ত্বাবধানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের ১৫ (পনের) সেট Descriptive Catalogue প্রকাশ, ভার্চুয়াল মিউজিয়াম, মসলিন গ্যালারি স্থাপন, গ্যালারিতে ডিজিটাল কম্পোনেন্ট সংস্থাপন বৃদ্ধির মাধ্যমে দর্শকদের নিদর্শন ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, জাদুঘরের প্রবেশালয়ে ডিজিটাল ডাইরেক্টরি স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছাপানোর বৃহৎ আকারের মুদ্রণ যন্ত্রটি বি.জি. প্রেস থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এনে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অডিও গাইড প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে এবং উপযুক্ত কারিগরী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। আর্থিক সংশ্লেষ ৭.৫৬ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য এই প্রকল্পে ব্রেইলি সাইন বোর্ড স্থাপন তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী প্রাইভেট সেক্টরের স্পন্সরশিপ গ্রহণ করে কাজ করার বিষয়ে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান ও শিল্পী এস. এম. সুলতান এই তিন জন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সকল চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে অ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন এই প্রকাশনার ব্যাপারে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে মর্মে অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতায় উপনীত হওয়া গেছে।

৪. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে আইসিটি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইসিটি শাখার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট (www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ অনুষ্ঠানমালা, দর্শক সংখ্যা, বিজ্ঞাপন/নোটিশ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, প্রেস রিলিজ ইত্যাদি তথ্য আপ-টু-ডেট রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স ও ব্যাকআপ এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সংস্থাপিত সফ্টওয়্যারসমূহের (অবজেক্ট আইডি, একাউন্টস ম্যানেজমেন্ট, এইচ.আর.এম., লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেস সফ্টওয়্যার) অপারেশনে অনুসরণীয় কাজে বিভাগ/শাখাসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। শাখা জাদুঘরসমূহকে আইসিটি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট সংযোজনের কাজ সম্পাদন ও জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল গ্যালারি সংযোজন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ ও অর্থায়নে ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা জাদুঘর (Museum of Independence) নতুনভাবে সজ্জিতকরণের কাজ সম্পন্ন করে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
- 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্যযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচির কাজ করা হয়েছে।
- আইসিটি ডিভিশন, বেসিস, এটুআই এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৫' শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অংশগ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন কুষ্টিয়াস্থ সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ মিউজিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে অবস্থিত দালাদা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ কর্নার সজ্জিতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘরসমূহে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দর্শক সংখ্যা

ক্রমিক	জাদুঘরের নাম	সাধারণ দর্শক সংখ্যা	বিশিষ্ট অতিথি		মোট দর্শক সংখ্যা
			দেশি	বিদেশি	
১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	৫,৯৬,২৯০ জন	২১৪ জন	৬৫১ জন	৫,৯৭,১৫৫
২.	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	৫,৬৭,৪২৬ জন	৪৭ জন	৫৫ জন	৫,৬৭,৫২৮
৩.	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	৪,৪৩৫ জন	০২ জন	০০ জন	৪,৪৩৭
৪.	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	১,৩০,২৩১ জন	০০ জন	০০ জন	১,৩০,২৩১
৫.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	৪২,১৩১ জন	১৫০ জন	০০ জন	৪২,২৮১
৬.	স্বাধীনতা জাদুঘর (মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	৪৯,৩১১ জন	১৮ জন	০১ জন	৪৯,৩৩০

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভাষা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন আগত দর্শকবৃন্দ ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ।

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

ক্রমিক	বিভিন্ন জাদুঘরের নাম	নিজস্ব আয়	ব্যয়
১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১,৩৮,১১,৩৭০.৩০	১,৮২,৩১,৬৫৮.২৩
২.	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর	৬৭,৪৯,৭৬৫.০০	২৪,০১,৬৯৩.০০
৩.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	৩,৭৯,৬৯৮.০০	১,৩৩,৯৫৮.০০
৪.	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	৪৩,৯৮২.০০	০.০০
৫.	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	১২,২০,০৫৭.০০	৫,৮৯,১৮৪.৩৫
৬.	স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা (এপ্রিল - জুন ২০১৫)	৪,৪৩,৮৮৮.০০	৯,৮৭,৩৫৩.০০

৫. উপসংহার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বর্তমান সরকারের শাসন আমলে সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে জাদুঘরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে এবং জাদুঘরের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নজরুল ইন্সটিটিউট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নজরুল ইন্সটিটিউট অধ্যাদেশ ১২ জুন ১৯৮৪ জারির পর ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমণ্ডিস্থ রোড নম্বর ২৮(পুরাতন) বাড়ি নম্বর ৩৩০/বি 'কবিভবনে' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুল ইন্সটিটিউট বর্তমানে কবির অমর স্মৃতিবাহী বাড়িটিকে 'নজরুল জাদুঘরে রূপান্তরিত করে এবং তার পাশেই ছয়তলা উচ্চতা বিশিষ্ট মিলনায়তনসহ ভবন নির্মাণ করে নজরুল ইন্সটিটিউট স্থানান্তর করা হয়। নতুন ভবনে অফিস ছাড়াও রয়েছে প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার কক্ষ, লাইব্রেরি, তিন শতাধিক আসনের একটি দোতলা মিলনায়তন ও একটি রেকর্ডিং স্টুডিও। নজরুল ইন্সটিটিউটের নীতি নির্ধারণের জন্য 'নজরুল ইন্সটিটিউট ট্রাস্টি বোর্ড'। নজরুল ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা 'নির্বাহী পরিচালক' দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় কবির স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলাধীন কাজীর শিমলা দারোগাবাড়ি ও দরিরামপুরের নামাপাড়ায় বিচুতিয়া বেপারিবাড়ি- এই দু'টি স্থানে 'নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র' এবং কুমিল্লার ধর্মসাগরপাড়ে 'নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র' নজরুল ইন্সটিটিউটের শাখা কার্যালয় হিসেবে স্থাপিত হয়েছে।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- ১৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- নজরুল ইন্সটিটিউট কুমিল্লা কেন্দ্র-এর উদ্যোগে ৩দিনব্যাপী (২৫,২৬ ও ২৭ আগস্ট, ২০১৪) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন।
- প্রয়াত কিংবদন্তী নজরুল-সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের স্মরণসভা আয়োজন।
- মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন।
- ২৮ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৩৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০১৫-এ নজরুল ইন্সটিটিউটের অংশগ্রহণ।
- বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫-এ নজরুল ইন্সটিটিউটের অংশগ্রহণ।
- নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ৩দিনব্যাপী (১৫,১৬ ও ১৭ মার্চ ২০১৫) ১৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৫ পালন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়া বইমেলায় (১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৫) নজরুল ইন্সটিটিউটের অংশগ্রহণ।
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ৩ (তিন) দিনব্যাপী (২৩,২৪ ও ২৬ মার্চ ২০১৫) কর্মসূচি পালন।
- নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে বাংলা বর্ষবরণ ১৪২২ উদ্‌যাপন।
- ২৮ মে ২০১৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মবার্ষিকী পালন।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থ- ২৩টি ও অডিও সিডি- ৯টি।
- বিভিন্ন কোর্সে নজরুল-সংগীত ও আবৃত্তির প্রশিক্ষণ প্রদান -২২৫ জন।
- নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে 'জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম : সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রচার' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ঢাকায় চার দিনব্যাপী (৫,৬,৭ ও ৮জুন ২০১৫), যশোরে ৩ দিনব্যাপী (১০,১১ ও ১২ জুন ২০১৫) ও রংপুর ৩ দিনব্যাপী (১৩,১৪ ও ১৫ জুন ২০১৫) জাতীয় নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে 'জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম : সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রচার' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০ দিন ব্যাপী (১০ মে থেকে ২ জুন ২০১৫) ৩টি ব্যাচে শুদ্ধ বাণী ও সুরে নজরুল-সংগীতের প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্স-৯০ (নব্বই) জন।

০৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- নজরুল ইন্সটিটিউটের প্রধান ভবনের সংস্কার মেরামত ও নজরুল জাদুঘর ভবন পুনর্নির্মাণ
  বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫ – জুন ২০১৮
- নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, চট্টগ্রাম স্থাপন। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯
- নজরুল রচনাসমগ্র (বিষয়ভিত্তিক) প্রকাশ। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬
- অপ্রচলিত নজরুল-সংগীতের সিডি প্রকাশ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮
- নজরুল ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮
- নজরুল ইন্সটিটিউট আর্কাইভ স্থাপন ও আর্কাইভ ডিজিটাইজেশন।
  বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮

নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা-সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত নজরুল গবেষক, শিল্পী, সাহিত্যিক নজরুলের জীবন, সাহিত্য, সংগীত এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন– যা নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছে ও সুধী-সমাজের উপর নজরুল-সাহিত্য-সংগীতের প্রভাব ঘটেছে। আরো বেশি করে সেমিনার, আলোচনা-সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও নজরুল রচনা, নজরুল বিষয়ক গবেষণামূলক বেশি বেশি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে অধিকতর নজরুল-চর্চার প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে। দেশের শিশু-কিশোর-তরুণ প্রজন্মসহ সর্বস্তরের জণগণের এবং দেশ-বিদেশের নজরুল অনুরাগীদের হাতের কাছে নজরুল রচনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সকল মাধ্যমে নজরুল সংগীত ও সকল সাহিত্য-কর্ম প্রকাশ ও প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে ইন্সটিটিউটের কাছে জাতির যে প্রত্যাশা তাও চরিতার্থ বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬২ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপন বলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার একটি শাখা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটি 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ' নামে দেশব্যাপী-এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৭ নং আইন বলে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে উন্নীত হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-দেশে বিপুলসংখ্যক পাঠক সৃষ্টি, বেসরকারি গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, সরকারি অনুদানের বই ও অর্থ গ্রন্থাগারে সরবরাহ, গ্রন্থাগার সেবায় উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা, মাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ, গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থাগার-নির্দেশিকা প্রকাশ, দেশে বইমেলার আয়োজন, ও পরিচালনা করা বিদেশে বইমেলায় অংশগ্রহণ, গ্রন্থোন্নয়নমূলক ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার আয়োজন, গ্রন্থের বিক্রয়-বিপণন উন্নয়ন ও প্রকাশনাশিল্পের বিকাশ প্রভৃতি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিজস্ব ভবন ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র ৫/সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০-ঠিকানায় বর্তমানে অবস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে এর কার্যপরিধি বৃদ্ধিসহ সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবন স্থাপনা বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে।

০২. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক

১। পাঠসামগ্রীর ওপর গ্রন্থপঞ্জি এবং গ্রন্থ প্রকাশ-সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা।
২। পাঠকদের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা ও তথ্যভিত্তিতে রিপোর্ট প্রকাশ করা।
৩। পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
৪। জনসাধারণের মধ্যে অধিক ও ব্যাপক হারে পাঠপ্রবণতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।
৫। চলতি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
৬। পুস্তকসূচি এবং পাঠক নির্দেশিকায় দেশের প্রকাশিত পুস্তকের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা।
৭। পুস্তক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা। উক্তরূপে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা।
৮। পুস্তকের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
৯। কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের সুযোগের ব্যবস্থা করা।
১০। গ্রন্থাগার সেবার উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।
১১। পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও বইমেলার আয়োজন ও পরিচালনা করা।
১২। গ্রন্থ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশককে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১৩। শিল্পসম্মত উন্নতমানের পুস্তক মুদ্রণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ মুদ্রাকরকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১৪। গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

০৩. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ 'বাংলা ভাষা ব্যবহারে প্রশাসনের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার গ্রন্থকেন্দ্রের মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র চলতি অর্থবছরে দেশের খ্যাতিমান কবিদের নিয়ে ৪ (চার)টি কবিতা পাঠের আয়োজন করেছে।
- দেশের জনগণের মধ্যে পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং বিভাগীয়/জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ১০দিনব্যাপী ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১২দিনব্যাপী কুমিল্লা ও যশোর জেলা বইমেলার আয়োজন করা হয়।
- ২৩ এপ্রিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও কপিরাইট অফিস যৌথভাবে আন্তর্জাতিক গ্রন্থ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

- ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং শিশু কিশোর দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ টুঙ্গীপাড়ায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
- ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে।
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে বাস্তবায়নাধীন ভবন মেরামত সংস্কার ও সংরক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচিটি সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে।
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র চলতি অর্থবছরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে।
- জুলাই ০১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ১০ দিনব্যাপী ঢাকা বইমেলা ২০১৫ সফলভাবে আয়োজন করে।
- গণগ্রন্থাগার সেমিনার কক্ষে গণগ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের শাহদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদানের জন্য ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা অনুদানের মধ্যে ৫০% অর্থের চেক ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ৬৭৩টি পাঠাগার বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকি ৫০% অর্থের বইয়ের তালিকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির পর উক্ত তালিকা অনুযায়ী বই সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত ৬৭৩টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে বই সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

০৪. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিভিন্ন অর্থবছরের নেয়া কর্মপরিকল্পনাসমূহ সফলভাবে সুসম্পন্ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পন্নের পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নিচতলায় 'আধুনিক বই বিক্রয় ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১১৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কর্মসূচির কাজ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরেই সম্পন্ন করা হবে।
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা 'বই' নিয়মিতভাবে প্রকাশ।
- জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণসহ গ্রন্থবিষয়ক সেমিনার, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, গ্রন্থ প্রদর্শনী, গ্রন্থাগার সেবা উন্নয়নের লক্ষে ১ দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, সোনারগাঁও

সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় দুইশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানী আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিন থেকে সোনারগাঁওকে আলাদা করা যায় না। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রথম আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক প্রজ্ঞাপন বলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনের ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর উৎকর্স সাধন ও প্রসার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ ফাউন্ডেশন করে যাচ্ছে। বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশে এটি গবেষণাধর্মী সেবামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটির অবস্থান নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায়। রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার অভ্যন্তরে।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

আলোচ্য সময়ে ফাউন্ডেশনে কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অদক্ষ জনবলকে প্রশিক্ষণসহ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কাজ যেমন: স্যুভিনিয়র সপ, জাদুঘর ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় টাইলস স্থাপন, বিক্রয় কেন্দ্র সংস্কারসহ অন্যান্য ভৌত নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া বছরব্যাপী সরকারি দিবসসমূহ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, মৃৎশিল্পের প্রদর্শনী, বর্ষাবরণ, মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ও লোককারুশিল্প মেলা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, কবিতাপাঠসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। আলোচিত সময়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থসহ তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য সময়ে প্রায় সাত লক্ষ দর্শনার্থী ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করে এবং দর্শনার্থী প্রবেশ ফি, পিকনিক স্পট ভাড়া, বড়শিতে মাছ ধরার ফিসহ বিভিন্ন খাত থেকে বিগত বছরে সর্বমোট প্রায় ২.০০ (দুই) কোটি টাকা আয় হয়েছে।

শভ নববর্ষ ১৪২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

০৩. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- উপজেলা ভিত্তিক (২০১৫-১৬ অর্থবছরে দু'টি উপজেলা) কারুশিল্পীদের পরিচিতিমূলক পরিপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার, কারুপণ্য তৈরি এবং বিপণন ব্যবস্থা প্রদর্শনের নিমিত্ত বিভিন্ন শ্রেণির কারুশিল্পীদের কর্মপরিবেশ অনুযায়ী কারুশিল্পগ্রাম নির্মাণ।
- পর্যায়ক্রমে সংগৃহীত লোককারুশিল্পের সকল নির্দশন দ্রব্যের ডিজিটাল ডকুমেন্টশন, কারুশিল্পের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ, কারুশিল্পের মান উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রচার, প্রচারণা, কারুশিল্পমেলা, প্রদর্শনী, উৎসব, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি আয়োজন করা হবে।
- ফাউণ্ডেশন চত্বরে অবস্থিত প্রায় ছয়শত বছরের পুরাতন ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ভবন রেস্টোরেশন।
- কারুশিল্পের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- লোককারুশিল্পের প্রচারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের পরিচিতমূলক পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে জরিপ করা।
- কারুশিল্পের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ।
- ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে উৎসাহদানে কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহ যেমন গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংরক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও চর্চা, লালনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি নামক স্থানে এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমীটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসরত এসব নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেসব আকর্ষণীয়, বর্ণিল ও মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ হারিয়ে যেতে বসেছে। কোন কোন নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একেবারেই হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই একাডেমিটি এই অঞ্চলের সেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধনসহ বৃহত্তর জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সেগুলোর বিকাশকে সাবলীল, সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এসব নৃগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, নৃত্য-গীত প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, নিয়মিত চর্চা, সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠিদের নিজ সংস্কৃতি ভালোবাসা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ; তাদের প্রধান উৎসবসমূহ সংরক্ষণ; প্রকাশনা, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রভৃতি মাধ্যমে সংরক্ষণ এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

সংস্থার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন এবং জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে সেগুলোর বিকাশকে সাবলীল ও সহজীকরণ।

প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

অনুমোদিত জনবল ১৭ (সতেরো) জন। জনবলের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের বিবরণ	অনুমোদিত পদের বিবরণ	কর্মরত পদের বিবরণ
১।	প্রথম শ্রেণি	০২ টি	০২ টি
২।	দ্বিতীয় শ্রেণি	০২ টি	০২ টি
৩।	তৃতীয় শ্রেণি	০৭ টি	০৬ টি
৪।	চতুর্থ শ্রেণি	০৬ টি	০৫ টি
	সর্বমোট	**১৭ টি**	**১৫ টি**

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন।
- মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন।
- মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
- পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) উদ্‌যাপন।
- বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাষিকী উদ্‌যাপন।

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় ও বাংলা সংগীত প্রশিক্ষণ , ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ও বাংলা নৃত্য প্রশিক্ষণ, মিউজিক (গারো বাদ্যযন্ত্র খ্রাম,প্যাড ড্রাম ও কী-বোর্ড) প্রশিক্ষণ, গারো ও হাজং হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষা দান ৩ মাসব্যাপী কোর্স (গারো ও হাজং ভাষা) আয়োজন।
- উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (বাংলা সুন্দর হস্তাক্ষর, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক গান, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গানের উপর নৃত্য) আয়োজন।
- মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, ঢাকায় ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ।
- সংগীতের উপর অডিও-ভিডিও (গারো, হাজং ও কোচ গান) প্রকাশ।
- ডকুমেন্টারি ফিল্ম (গারো-হাজং-কোচ নৃ-গোষ্ঠি; বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিয় মুক্তিযোদ্ধা) নির্মাণ।
- লোক-কাহিনি (সেরানজিং ও আমচুকলুক) প্রকাশ।
- গারো সমাবেশ, মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন।
- হাজং সমাবেশ, মেলা ও দেউলি উৎসব আয়োজন।
- কোচ সমাবেশ, মেলা ও বিহু উৎসব আয়োজন।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয়দের সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের উপর সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত যে সকল ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে তার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এবং ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের মূল সংস্কৃতির স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং- F 2/49/76-(C)/500/7, Dhaka, Dated- 22 June 1976 মূলে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ এর আলোকে এর বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট।

০১. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- প্রতিবেদনাধীন সময়ে 'রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু ২০১৫ উপলক্ষ্যে ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল ২০১৫ইং ৩ দিন ব্যাপী 'পার্বত্য সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা' আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ঊষাতন তালুকদার তিন দিনব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতু চাকমা ও জেলা প্রশাসক জনাব সামসুল আরেফীন উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম ফিরোজা বেগম চিনু, বিশেষ অতিথি হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি ও জেলা পুলিশ সুপার জনাব সাঈদ তারেক উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনব্যাপী মেলায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ নাচ-গান পরিবেশন করেন। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা, পাচন রান্না , চিত্রাংকন ও বস্ত্র বুনন প্রতিযোগিতা এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। মেলায় ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের ব্যবহার্য ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সামগ্রীও প্রদর্শন করেন।

পার্বত্য সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা ২০১৪-এর সমাপনী উপলক্ষ্যে পুরস্কার বিতরণী ও বিচিত্রানুষ্ঠানে শিশু শিল্পীবৃন্দ

- 'রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে কাপ্তাই, কাউখালী, রাজস্থলী ও বরকল উপজেলায় এক মাসব্যাপী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। কাপ্তাই উপজেলায় ৪০ জন, কাউখালী উপজেলায় ৪০ জন, রাজস্থলী উপজেলায় ৪০ জন ও বরকল উপজেলায় ৪০ জনকে নৃত্য-গীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে সনদপত্র বিতরণ করা হয় এবং অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ইনস্টিটিউটে এক মাসব্যাপী চাকমা নৃত্য-গীত ও কাঠালতলীস্থ গর্জনতলীতে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। চাকমা নৃত্য-গীতে ৪০ জন ও ত্রিপুরা নৃত্য-গীতে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতু চাকমা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।
- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২০ দিনব্যাপী চাকমা ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। ২০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালার উপর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট ৩০জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা বিষয়ে অভিজ্ঞ জনাব সুগত চাকমা (ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক), জনাব প্রসন্ন কান্তি চাকমা ও জনাব বিজ্ঞান্তর তালুকদার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতু চাকমা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।
- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় এক মাসব্যাপী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র বুনন ও কাউখালী উপজেলায় এক মাসব্যাপী হস্তশিল্প বুনন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। বস্ত্র বুননে ৩০ জন ও হস্তশিল্প বুননে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তাঁতে কাপড় তৈরি করছেন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর একজন মহিলা

- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০টি বিষয়ে তিন দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। তিন দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।
- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় তিন দিনব্যাপী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নাট্য উৎসব আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতুচাকমা তিন দিনব্যাপী নাট্য উৎসব উদ্বোধন করেন। এ উৎসবে মোট ৯টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাটক মঞ্চায়িত হয়।
- ‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২৪.৫০(চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ইন্সটিটিউটের মাঠে ঐতিহ্যবাহী বিজু নৃত্যের উপর ভাস্কর্য ও ২৪.৫০(চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঝর্নার উপর কৃত্রিম প্রাকৃতিক ঝর্ণা নির্মাণ করা হয়।
- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ইন্সটিটিউটের রাজস্ব বাজেটে ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫’ উদযাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৫ এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু ও ঢাকা সোনারগাও হোটেলের

জিএম-এর সম্মানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৫ আয়োজন করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী স্বল্পমেয়াদী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স, রাজস্থলী উপজেলা উপজেলা সদরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলার বাইরে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

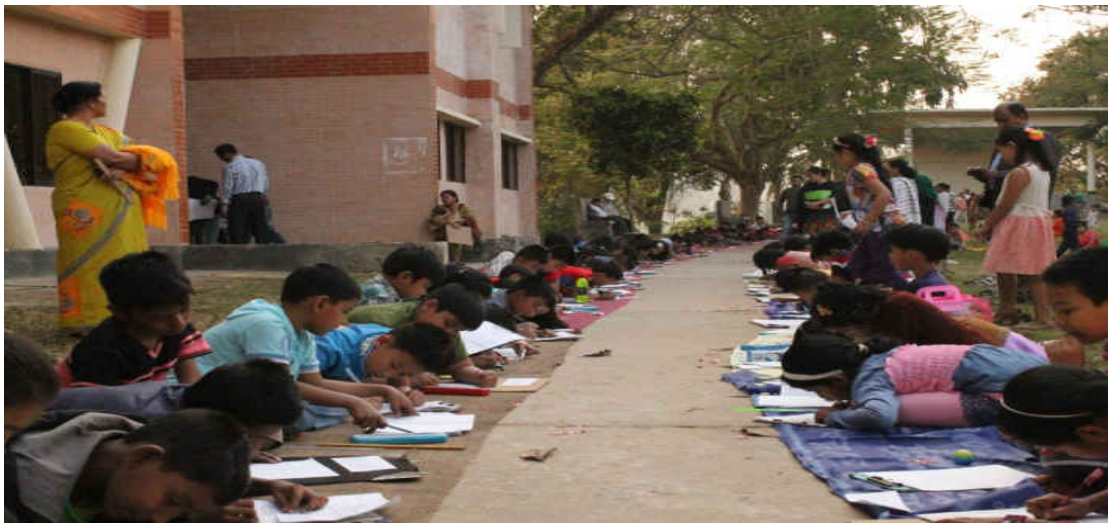

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুবৃন্দ

০৩. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট কতৃক বাস্তবায়নাধীন 'রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির উপর ঢাকায় দুই দিনব্যাপি 'পার্বত্য সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা' আয়োজন করা হবে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন সদর উপজেলা ব্যতীত ৯টি উপজেলায় (বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলী, কাউখালী ও নানিয়ারচর) মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন সদর উপজেলা, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, বরকল, নানিয়ারচর, রাজস্থলী ও লংগদু উপজেলায় এক মাসব্যাপী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প বুনন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ৭টি উপজেলায় মোট ১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, নানিয়ারচর, লংগদু ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় এক মাসব্যাপী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ৫টি উপজেলায় মোট ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নৃত্য-গীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় রাঙ্গামাটি সদরে চাকমা ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবানেই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এগারটি তথা সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে; যথা : মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া। এত অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একত্রে বসবাস বাংলাদেশে অন্য কোন জেলাতে নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে দেশের মূল স্রোতোধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের অধীনে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (তৎকালীন নাম) প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৩০.০৩.১৯৮৫ তারিখের সদয় অনুমোদন অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং - শাঃসঃ ২/২-১৭ /৮১/৫৬৫ তারিখ : ৩১.০৩.৮৫ ইং মোতাবেক ১৩.০৬.১৯৮৫ তারিখে বান্দরবানে একটি (এবং কক্সবাজারে অপর একটি) আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের লক্ষ্যে আরও অধিকতর ফলপ্রসু ও সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ০৫.০৪.১৯৮৮ তারিখের সদয় অনুমোদন অনুসারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - শা: ৭/উসাই/৬-৭/৮৭ তারিখ : ০৪.০৮.১৯৮৮ মোতাবেক ০১ জুলাই ১৯৮৮ তারিখ হতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরে এই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা হিসেবে একটি স্বতন্ত্র উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট (তৎকালীন নাম) স্থাপন করা হয় এবং রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের বান্দরবানে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়কে বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের প্রধান কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)-এর ২৩(খ) ধারার অধীনে ও গত ২১.১১.১৯৯৩ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটকে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের (তদানীন্তন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ) নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন)-এর ৪ নং ধারাবলে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান। এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ইন্সটিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১ মাস মেয়াদি মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, ম্রো, খেয়াং ও বমদের মোট ৭টি নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১২ জন এবং চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- ৪ বছর মেয়াদি শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষার ৩টি কোর্সে বিভিন্ন বর্ষের মোট ১০৫ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।
- বার্ষিক ভিত্তিতে আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৪'তে ২২৩ জন, মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৮ জন, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১০৪ জন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৬ জন, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২২ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ষবরণ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় ২১৩ জন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৭ জন এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৬২ জন পুরস্কার অর্জন করেন।

রুমা আঞ্চলিক কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবন

রুমা আঞ্চলিক কেন্দ্রের নবনির্মিত মঞ্চ

মারমা ভাষা শিক্ষা কোর্স

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সুপ্রাচীন ও বৈচিত্রময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক আকারে তুলে ধরতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডারকে সযত্নে লালন করে বিলুপ্তি ও বিকৃতির করাল গ্রাস হতে রক্ষা, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ সমৃদ্ধতর করার পাশাপাশি নন্দন সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার যুগোপযোগী বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাংলাদেশে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার রাখাইন সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা, তাদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণপূর্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করা এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কক্সবাজারে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জোরদার করে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা। এতদপ্রেক্ষিতে সরকার ০৫/০১/৯৪ তারিখে এক আদেশবলে রাঙামাটির উপজাতীয় সংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট-এর কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়টি কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' নামকরণক্রমে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট হিসেবে স্থাপন করেন। ইহা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ২০১০ আইনের আওতায় সরাসরি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।

০২. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস-২০১৪ পালন।
- রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ওয়াগ্যেয়াই পোয়েঃ অর্থাৎ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৩দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা থেকে আগত উপসচিবগণের সম্মানে, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং মহান বিজয় উদযাপন, ভারত ও মায়ানমার থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি'২০১৪ উদ্‌যাপন।
- ২৬ মার্চ, ২০১৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ।
- পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উদ্‌যাপন।
- ১৭-১৯ এপ্রিল, ২০১৫ রাখাইন সাংগ্রেন রাখাইন নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন।
- বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- কক্সবাজার বইমেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কক্সবাজার কেন্দ্রের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব আয়োজন করা হয়েছে।

০৩. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস-২০১৪ পালন।
- রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ওয়াগ্যেয়াই পোয়েঃ অর্থাৎ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৩ দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন।
- মহান বিজয় দিবস, মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন।
- ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২২ এবং রাখাইন সাংগ্রেন রাখাইন নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজন।

- কক্সবাজার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং কক্সবাজার আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা, রাখাইন নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রাখাইন সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধ করা রাখাইন জনগোষ্ঠীর রীতিনীতিসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উপকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সেসব বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে 'রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

আঞ্চলিক সংস্কৃতিসহ জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত রাখাইন সম্প্রদায়সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সম্পৃক্ত করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি সংস্কতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান । 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০' অনুসারে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বিগত ২০১০-১১ অর্থবছর হতে কার্যক্রম শুরু করা হয়। যার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, নৃত্য, সংগীত, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ , সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা;

২. ইতিহাস ঐতিহ্য সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে সেমিনার, সম্মেলন,ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সে সব বিষয়ে সংগৃহিত পাণ্ডুলিপি/পুস্তক প্রকাশনা ও প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার করা;

৩. জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন এবং স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা;

৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

৫. ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চারু কলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে 'চাকমা সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি', 'সান্দবীর বারমাসী ', 'ককবরোক (ত্রিপুরা শব্দকোষ)', ' মারমা শব্দকোষ', ' চাকমা শব্দ ভান্ডার', 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতি নীতি', 'ত্রিপুরা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র', 'ত্রিপুরা তন্ত্র মন্ত্র সার', 'পার্বত্য রাজ লহরী', 'গীতি মঞ্জরী', 'ককবরক (বিঝু, সাংগ্রাই ও বৈসুক উপলক্ষ্যে বিশেষ সংকলণ)', 'The Hill Tracts of hittagong and the Dwellers therein', ' Changing Pattern of the Chakma Society in the Chittagong Hill Tracts', ' A History of Chittagong Hill Tracts' এবং ' the Tribes of Chittagong Hill Tracts' গ্রন্থগুলো প্রকাশ করা হয়েছে।
- নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।
- জেলা সদরে সাংস্কৃতিক মেলা ও ঐতিহ্যবাহী 'বিঝু, সাংগ্রাই ও বৈসুক' উৎসব এবং দিঘীনালা , পানছড়ি উপজেলা সদরে সাংস্কৃতিক মেলা ও উৎসব আয়োজন করা হয়।
- জেলাব্যাপী সংগীত ও নৃত্যের উপর প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয় এবং জেলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দকে পুরস্কৃত করা হয়।
- বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স (পক্ষকালব্যাপী) পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে চাকমা ভাষা এবং ককবরোক (ত্রিপুরা) ভাষায় প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে 'রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট এবং মৌলভীবাজার মনিপরী ললিতকলা একাডেমিস্থাপন' শীর্ষক শিরোনামে তিনটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হয়। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন'- ২০১০-এর পরিপ্রক্ষিতে রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্থানীয় নের্তৃবৃন্দ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১০ (দশ) সদস্যের একটি নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একাডেমিটি রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মোল্লাপাড়া নামক স্থানে ৬৬ শতক জায়গার উপর নির্মিত। এ প্রতিষ্ঠানটিতে ২২৫ আসনের একটি অডিটেরিয়াম রয়েছে। সম্প্রতি একাডেমিতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা' এবং একটি 'লাইব্রেরি কাম স্যুভেনির সপ্' নির্মাণ করা হয়েছে। একাডেমিরচারপাশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গ্রাম রয়েছে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানুষের বসবাস। তাছাড়া বিভাগীয় একাডেমিহওয়ার কারণে একাডেমিরবিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার, মেলা ও উৎসবে রাজশাহী বিভাগের মোট ৮ (আট) টি জেলা থেকেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর নান্দনিক ও বর্ণিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে যেসব সাংস্কৃতিক উপাদান সেগুলোকে চর্চা, সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের সংগে মূলধারার মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্র নির্মাণ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টশন এবং প্রদর্শনী ও প্রচারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশ সাধন।

০১. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয় যেমন সাধারণ সংগীত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ও নাটক- এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সপ্তাহে ৩ দিন প্রশিক্ষণ ক্লাস এবং বাকি ২ দিন মহড়া ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

- **১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন :** ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদত বার্ষিকী ২০১৪ ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছেলেমেয়েদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিশেষ প্রার্থনা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে একাডেমির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলাদেশ স্মরণে গীতিআলেখ্য এবং নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়।
- **মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন:** ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বিজয় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল দেশের গান, নৃত্য ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন।
- **মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ২০১৫ উদ্‌যাপন:** একাডেমির উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ২০১৫ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পন, দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগিতা, বাংলা ও আদিবাসী ভাষায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। সন্ধ্যায় একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা।

- **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ২০১৫ ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন**
  ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে হাতের লেখা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণীও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মলয় ভৌমিক।
- **মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন:** ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজশাহী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম আখতার জাহান।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাহা উৎসব ও বৈশাখী মেলা ২০১৫:** একাডেমির উদ্যোগে ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল ৩দিনব্যাপী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ও নান্দনিক সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে এ মেলার আয়োজন। কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে হস্তশিল্প মেলা ও প্রদর্শনী এবং সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজশাহী বিভাগের কমিশনার জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ (অতিরিক্ত সচিব) -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলার প্রথম দিন উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-চাপাই সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম আখতার জাহান। অনুষ্ঠানে উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার শিল্পীদের পাশাপাশি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিল্পীবৃন্দ সংগীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করেন।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাহা উৎসব ও বৈশাখী মেলা ১৪২২-এর উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি

- **সিধু- কানু দিবস উদ্‌যাপন :** একাডেমির উদ্যোগে ৩০ জুন ২০১৫, ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে তীর-ধনুক ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা।
- **মতবিনিময় সভা:** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকদের সাথে প্রতি ৩ মাস অন্তর মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি ও সমসাময়িক নানা বিষয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।
- **সেমিনার:** রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আয়োজনে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজশাহী জেলা জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে 'মুণ্ডা সংস্কৃতি সংরক্ষণে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব সবিন চন্দ্র মুণ্ডা। সেমিনারে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রায় সবগুলো জেলা ছাড়াও খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রভৃতি জেলা থেকে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০০জন প্রতিনিধি ও ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছেন।
- **অডিও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ:** বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যভিত্তিক নিজস্ব নান্দনিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলিকে ভিত্তি করে পূর্বের ধারাবাহিকতায় রাজোয়াড় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে ০১ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে।

- **নৃতাত্তিক গবেষণা:** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে ধারণ ও বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুরা। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের উপর তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণাসমাপ্ত করে **'সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশু'** শিরোনামে একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বিগত **১৭ মার্চ'১৫** জাতীয় শিশু দিবসে বইটির মোড়ক উম্মোচন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছেন রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা

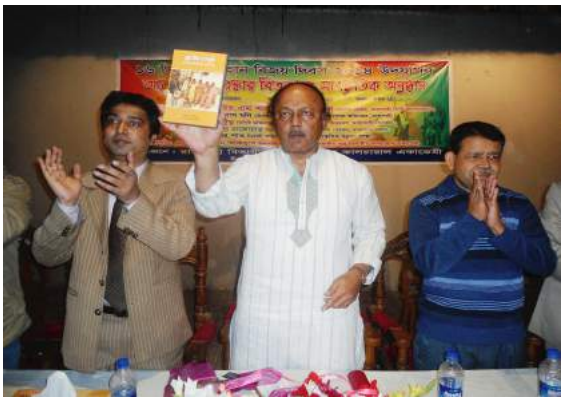

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান

- **কর্মশালা আয়োজন:** রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতির মধ্যে পূজা, প্রকৃতি, প্রেমকেন্দ্রিক, উৎসবকেন্দ্রিক, ব্রতকেন্দ্রিক, ঘটনাকেন্দ্রিক প্রভৃতি বহুধারার সঙ্গীত ও নৃত্যের কোরিওগ্রাফার এবং বাদ্যযন্ত্রীদের সমন্বয়ে পক্ষকালব্যাপী "প্রশিক্ষণ কর্মশালা" করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হস্তশিল্প মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব :** রাজশাহী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নান্দনিক সংস্কৃতিকে সমন্বয় করে একমঞ্চে তুলে ধরা এবং তাঁদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি অর্থ বছরে ৫ অথবা ৩ দিনব্যাপী 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরহস্তশিল্প মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব' -এর আয়োজন করা হয়।
- **নৃতাত্বিক গবেষণা :** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে ধারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকায়ত জ্ঞান নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- **সুভিন্যির সপ :** স্যুভিনিয়র সপ-এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র, সাময়িকী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরনিজস্ব হস্তশিল্প, শো-পিস, পোশাক, ফটোএলবাম, ছবি, পোস্টার, প্রভৃতি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা স্থাপন:** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রী, ব্যবহার্য গৃহস্থালী সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের অলংকারাদি, শিকারের সাজসরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের সমন্বয়ে জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।

০২. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- **জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ১০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা আয়োজন:** রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০টি মেলার আয়োজন করা হবে ।
- **দিবস উদ্‌যাপন :** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস, বর্ষবরণ, নবান্ন, জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনসহ দিবসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রায় ১৫টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা এবং লাইব্রেরি সম্মৃদ্ধকরণ এবং পক্ষকালব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনঃ** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা সম্মৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, ব্যবহার্য সামগ্রী, অলংকারসহ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হবে। লাইব্রেরি সম্মৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়কে লিখিত বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকা সংগ্রহ করা হবে এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিল্পীদের প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন :** রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাগুলোকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে পরিচিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিভাবান শিল্পীদেরকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনা হবে।
- **ডকুমেন্টেশনঃ** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিলুপ্ত প্রায় গানগুলো সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২টি অডিও এলবাম, ১টি মিউজিক ভিডিও, গবেষণাগ্রন্থ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে ১টি ডকমেন্টারি নির্মাণ করা হবে।
- **প্রশিক্ষণ ভবন কাম ডরমেটরি নির্মাণ :** বিভাগীয় একাডেমি হওয়ায় বিভাগের ৮টি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ছেলে-মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডরমেটরি থাকা অত্যাবশ্যক। এছাড়া, ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার আয়োজন বা নির্বাহী পরিষদের সভা করার জন্য একটি সেমিনার/সভাকক্ষ প্রয়োজন বিধায় এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের সবুজ পাতায় অনুমোদিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ডিজিটাল সার্ভেসহ প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **একাডেমির বিদ্যমান অডিটেরিয়ামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংযোজন :** একাডেমির বিদ্যমান অডিটেরিয়ামের সংস্কার ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় গরমের সময় অনুষ্ঠান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচুর দর্শক সমাগম হওয়ায় মাননীয় অতিথিবৃন্দ, শিল্পী, কলা-কুশলীসহ সকলকেই নিদারুণ কষ্ট করে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইতোমধ্যে একাডেমিটি পরিদর্শন করেছেন এবং মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সহযোগিতায় এস্টিমেট করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- **সিধুঁ-কানু ভাষ্কর্য নির্মাণ :** ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে উক্ত বিদ্রোহের নের্তৃত্বদানকারী সিঁধু-কানু এর একটি ভাষ্কর্য একাডেমি প্রাঙ্গণে নির্মাণের পরিকল্পণা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- **একাডেমির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ :** রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, অনুষ্ঠান-উৎসবাদি আয়োজনসহ একাডেমির অন্যান্য কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বিভাগের সর্বস্তরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিকট একাডেমির সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় একাডেমি হিসেবে কার্যপরিধি ব্যাপক হলেও বার্ষিক বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং কোনপ্রকার যানবাহন না থাকাটাই একাডেমির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এছাড়া, এ অঞ্চলে বসবাসরত অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনগ্রসর প্রায় ২১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে স্ব স্ব সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণের বিষয়ে আগ্রহ এবং সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই, বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর স্বকীয় বৈশিষ্টকে অক্ষুণ্ন রেখে নান্দনিক এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে একাডেমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করে হচ্ছে।

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এখানকার প্রায় ২২টি নানা বর্ণাঢ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (মণিপুরী, খাসিয়া, গারো, ত্রিপুরী, হাজং, লুসাই, পাঙন, সাঁওতাল, ওরাঁও, কুর্মি, রবিদাস, তাঁতি, রিকিয়াশন, বাউরি, ওরাং, খারিয়া, বাড়াইক, মুণ্ডা, শব্দকর, ভূমিজ, ভূঁইমালি, মাহাতো, মাহালি ও নুনিয়া) প্রত্যেকটিরই রয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, প্রথা-রীতিনীতি, নিয়মকানুন ও উৎপত্তির ইতিহাস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের' পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলভীবাজার জেলাধীন কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর শিববাজার নামক স্থানে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবর্ষে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমিটি স্থাপন করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষে এ প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয়ভাবে উন্নীতকরণের সরকারি পদক্ষেপের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ পূর্বক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়। অবশেষে সম্প্রতি সরকার 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন (২০১০)' প্রণয়ন পূর্বক জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালার নিরিখে প্রতিষ্ঠানটি মানোন্নয়নকরণ উপায়ে পরিচালনা করার পথ সুগম করে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা র‍্যালিতে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু দিবস ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশিত বিভিন্ন র‍্যালিতে সম্পৃক্ত হওয়াসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মণিপুরীদের সামাজিক প্রথাঘেরা শ্রী শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- সামাজিক ঐতিহ্যসিক্ত বাংলাবর্ষ বিদায়ী অনুষ্ঠান 'বিষু উৎসব' পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- সামাজিক ইতিহাস সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের গবেষণালব্ধ পুস্তক প্রকাশ করা হয়।
- নৃত্য, নাটক, মৃদঙ্গ, মণিপুরী পালাগান, মণিপুরী খুপাউসী, সাধারণ গান, হোলি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।